বামনাবতার

(পৌরাণিক নাটক)

ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী প্রণীত ।

[মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত ।]

প্রথম অভিনয়-রজনী—

শনিবার, ৮ই পৌষ, সন ১৩৪০ সাল ।

ক্রাউন লাইব্রেরী

২৭/২ তারক চাটার্জ্জীর লেন কলিকাতা

শ্রীঅনিলকৃষ্ণ শীল এণ্ড ব্রাদার্স কর্ত্তৃক

প্রকাশিত ।

কুশীলবগণ।

পুরুষ

নারায়ণ, নারদ, জ্ঞান, তর্ক, কর্ম্ম, বিশ্বাস।

উপেন্দ্র (বামন)	...	...	কশ্যপপুত্র।
শুক্রাচার্য্য	...	..	দৈত্যগুরু।
বলি	...	...	দৈত্য-সম্রাট।
প্রহ্লাদ	...	..	বলির পিতামহ।
অনুহ্লাদ	...	...	প্রহ্লাদের জ্যেষ্ঠ।
বিরোচন	..	..	বলির পিতা।
বাণ	..	..	বলির পুত্র।
ময়	...	...	ঐ সেনাপতি।
শ্বেতাঙ্গ শর্ম্মা	...	...	জনৈক ব্রাহ্মণ।
লাল	...	...	ঐ পুত্র।

দৈত্যগণ, ব্রাহ্মণগণ, ঋত্বিকগণ, দেবগণ, সৈন্যগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

লক্ষ্মী, ভক্তি, পৃথিবী, মায়া, মীমাংসা।

বিন্ধ্যা	...	..	বলির স্ত্রী।
পুষ্প	...	...	ঐ কন্যা।
অদিতি	...	..	দেবমাতা।
কালিন্দী	...	...	শ্বেতাঙ্গের স্ত্রী।

লক্ষ্মী-সঙ্গিনীগণ, পুষ্প-সঙ্গিনীগণ, দৈত্যরমণীগণ ইত্যাদি।

সংগঠনকারীগণ।

প্রযোজক—শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ ঘোষ বি, এস, সি।
মঞ্চশিল্পী—শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বসু (পটলবাবু)।
নৃত্যশিক্ষক—শ্রীযুক্ত সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় (কড়িবাবু)।
হারমোনিয়মবাদক—শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ পাল।
বংশীবাদক—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
পিয়ানোবাদক—শ্রীযুক্ত কালীদাস ভট্টাচার্য্য।
তবলাবাদক—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসাক।
স্মারক—শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র ঘোষ।

অভিনেতৃগণ

অনুহ্রাদ—শ্রীযুক্ত জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়।
প্রহ্লাদ—শ্রীযুক্ত কামাক্ষ্যা চট্টোপাধ্যায়।
বিরোচন—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার দাস (হাজুবাবু)
বলি—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
বাণ—শ্রীযুক্ত উমাপদ বসু।
শুক্রাচার্য্য—শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার মুখোপাধ্যায়।
নারায়ণ—শ্রীমতী বেদানাবালা।
বিশ্বাস—শ্রীমতী লাইট।
তর্ক—শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়।
ময়—শ্রীযুক্ত হারাধন ধাড়া।
শ্বেতাঙ্গ—শ্রীযুক্ত রণজীৎকুমার রায়।
কাল—বালিকা লীলাবতী।
বামন—বালিকা শেফালিকা।
লক্ষ্মী—শ্রীমতী আঙ্গুরবালা।
অদিতি—শ্রীমতী প্রকাশমণি।
বিদ্ধ্যা—শ্রীমতী বেলারাণী।
পুষ্প—শ্রীমতী লক্ষ্মী।
মীমাংসা—শ্রীমতী ফিরোজাবালা।
ভক্তি—শ্রীমতী মুকুলজ্যোতিঃ।
পৃথিবী—শ্রীমতী বিদ্যুল্লতা।

বামনাবতার

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দৈত্য-রাজসভা।

সিংহাসনের সম্মুখে বলি; এক পার্শ্বে শুক্রাচার্য্য,
অন্য পার্শ্বে অনুহ্লাদ, নিম্নে এক পার্শ্বে বাণ
ও ময় আদি দৈত্যগণ, অপর পার্শ্বে
শুক্রাচার্য্যের শিষ্য ও ব্রাহ্মণগণ।

শুক্রাচার্য্য। বৎস বলি! সমবেত প্রজার সম্মতিক্রমে জাতীয় কল্যাণে আমি দৈত্যবংশের গুরু, সাশীষ তোমায় এই দৈত-সিংহাসনে অভিষিক্ত করি। [বলিকে সিংহাসনে বসাইলেন।]

অনুহ্লাদ। আমি দৈত্য-বৃদ্ধ, সসম্মানে তোমার মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিই। [বলির মস্তকে রাজমুকুট পরাইয়া দিলেন।] স্বীকার করি, আজ হ'তে তুমি সমস্ত দৈত্যজাতির প্রভু।

[শুক্রাচার্য্য কমণ্ডলু-বারিতে অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন, মাঙ্গলিক বাদ্যধ্বনি, শঙ্খ ও উলুধ্বনি হইতেছিল।]

দৈত্যগণ। জয় – দৈত্যেশ্বর বলির জয় !

[অনুহ্লাদ ও শুক্রাচার্য্য নিম্নে অবতরণ করিলেন।]

অনুহ্লাদ। রাজা ! প্রজাগণের আবেদন শোন।

বলি। অনুমতি করুন।

অনুহ্লাদ। রাজসকাশে তাদের বিনীত আবেদন—তারা জগতের পরমাণু হ'য়ে জীবনহাষন করতে চায় না।

বলি। তাঁরা কি চান ?

অনুহ্লাদ। তারা চায় পর্ব্বত হ'তে, জগত সৃষ্টির উপর মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে।

বলি। তা হ'লে এখন আমার কর্ত্তব্য ?

অনুহ্লাদ। সেটাও আমি বল্‌বো ? দৈতরক্তে তোলার উৎপত্তি নয় ? না বলি যদি, কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা কর্‌তে হয়, দেখ—আমার জ্যেষ্ঠ-তাত হিরণাক্ষ, মায়াবী বরাহ-রণে লাঞ্ছিত – পতিত—পারদ-পাংশুদৃষ্টিতে তোমার মুখপানে চেয়ে, সেই বীরশয্যাশায়ীকে জিজ্ঞাসা কর।

দৈত্যগণ। প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা !

বলি। [চিন্তিত হইলেন।]

অনুহ্লাদ। এদিকে আবার দেখ, আমার পিতা বীরেন্দ্রকেশরী হিরণ্যকশিপু, যাঁর বাহুবলে ত্রিদিব টলেছে, —গ্রহ-উপগ্রহ সভয়ে চলেছে, সেই দৈত্যকুলগৌরব আজ নরসিংহের কোলে। পিশাচ তীক্ষ্ণদন্তে তাঁর হৃদ্‌পিণ্ড বিদীর্ণ কর্‌ছে—নাড়ীগুলো নিয়ে আহ্লাদে মালা পর্‌ছে, আর কুচক্রী দেবাধমরা অন্তরীক্ষ হ'তে তাই দেখ্‌ছে—হাস্‌ছে—করতালি দিচ্ছে। দেখ্‌তে পাচ্ছ বলি, আমার পিতার নৈরাশ্যব্যঞ্জক শুষ্ক চাহনি ? অনুভব হ'চ্ছে তোমার ? কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা কর ঐ অস্তমিত গৌরব-রবিকে—কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা কর তোমার বিবেককে।

দৈত্যগণ। রণ—রণ—রণ!

শুক্রাচার্য্য। কি চিন্তা কর্‌ছো বলি! যুদ্ধ ঘোষণা কর—স্বর্গের অধিকার নাও—সৃষ্টির সর্ব্বোচ্চ স্তরে ওঠো। নির্ভয়! এই ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ রুদ্রমূর্ত্তিতে তোমায় আপ্রলয় রক্ষা করবে।

বলি। রক্ষার জন্য আপনার দীক্ষিত শিষ্য চিন্তিত নয় গুরু। পতনকে পশ্চাতে নিয়ে সম্মুখ দিকে অগ্রসর হ'তে বলি চির-অভ্যস্ত। সেজন্য ভাবি নাই, ভাব্‌ছি—কোথায় ছিলাম, কোথায় এলাম! সিংহাসনটা যে কেবল মড়ার মাথা দিয়ে তৈরী!

অনুহ্রাদ। তা বুঝি আজ বুঝলে? আগে কি ভেবেছিলে, সিংহাসনটা কতকগুলো ফুলের তোড়া দিয়ে তৈরী? রাজ্যশাসন জিনিষটা চাঁদের কিরণ, বসন্তের বাতাস, পাখীর গান' এই রকম একটা কিছু? এমন একটা দৈত্যজাতির শীর্ষস্থানে বসা ছেলেখেলা? তা যদি ভেবে থাক, তবে নামো; অত কোমল অগন তাপ সহ্য কর্‌তে পার্‌বে না। ওখানে অবিশ্রান্ত চিতার অঙ্গার ছড়ান রয়েছে, সহস্র অজগর এক-যোগে নিশ্বাস ছাড়্‌ছে! নামো—নামো বলি! আমি ভুল করেছি; ওখানে বাস করা তোমার কর্ম্ম নয়।

বলি। [লজ্জা, ঘৃণা, ক্রোধে রক্তাভ হইয়া ইতস্ততঃ করিতেছিলেন।]

বাণ। পিতা!

বলি। চুপ্! এর পরিণাম জানিস্ বান?

অনুহ্রাদ। নির্ব্বাণ।

বলি। নির্ব্বাণ?

অনুহ্রাদ। হাঁ নির্ব্বাণ; শুধু তোমার নয়, জগতের প্রত্যেকেরই এই পরিণাম। জ্ব'লে দেখ, বুঝ্‌তে পার্‌বে নির্ব্বাণের বিচিত্রতা।

বলি। তা হ'লে চল দৈত্যগণ স্বর্গ-আক্রমণে—সৃষ্টিপ্লাবী ভীষণ বন্যায়।

দৈত্যগণ। জয়—দৈত্যেশ্বর বলির জয়! [প্রস্থানোদ্যত]

প্রহ্লাদের প্রবেশ

প্রহ্লাদ। দাঁড়াও; সম্রাট সকাশে আমার এক আবেদন—

বলি। আজ্ঞা করুন।

প্রহ্লাদ। এমন একটা সৃষ্টিসংহারী সমর-আহ্বানে দৈত্যপুরীর আবাল বৃদ্ধ সমগ্র প্রজা আমন্ত্রিত হ'লো, আমি সংবাদ পাই না কেন সম্রাট? আমি কি দৈত্যনাথের প্রজার তালিকার বাহিরে?

বলি। [অনুহ্রাদের প্রতি।] পিতামহ!—

অনুহ্রাদ। হাঁ, সংবাদ দেওয়া হয় নাই; বুঝেছিলাম, তাতে দৈত্য-নাথের বিশেষ কোন লাভ নাই।

প্রহ্লাদ। কেন দাদা! আমি কি অস্ত্র ধরতে অক্ষম? যদিও বৃদ্ধ হয়েছি, তবু তো তোমারই কনিষ্ঠ!

অনুহ্রাদ। সে জন্য নয় ভাই! বলা হয় নাই এ সংঘর্ষে তুমি আপনাকে স্থির রাখতে পারবে না ব'লে।

প্রহ্লাদ। আপনাকে স্থির রাখতে পারবো না? বল কি দাদা! এত অস্থিরপ্রকৃতি প্রহ্লাদ? স্বর্গের নামে শির নত করে ব'লে তার আত্মমর্য্যাদা নাই? এত কাপুরুষ তোমার ভাই—দেবতার অর্চ্চনা করে ব'লে জাতীয় গৌরব জানে না?

অনুহ্রাদ। কি বলছো তুমি প্রহ্লাদ? আমি তো তোমার ভাব বুঝে উঠতে পারছি না' তুমি যুদ্ধ করবে?

প্রহ্লাদ। তা না হ'লে বিনা আহ্বানে আপনা হ'তে ছুটে আসবো কেন দাদা? আমি যুদ্ধ করবো ঠিক্ দুর্দ্ধর্ষ দৈত্যজাতির মত, আমার যা কিছু আছে সব দিয়ে—প্রহ্লাদের প্রহ্লাদত্ব বিসর্জ্জন ক'রে।

অনুহ্লাদ। তোমার নারায়ণের বিপক্ষে ?

প্রহ্লাদ। আমার নারায়ণের বিপক্ষে, আমার ইহকাল-পরকাল জন্ম ব্যাপী লক্ষ্যের বিপক্ষে।

অনুহ্লাদ। [সবিস্ময়ে] আশ্চর্য্য !

প্রহ্লাদ। আশ্চর্য্যের কিছু নাই দাদা। যতদিন পেরেছিলাম, তোমাদের এ পথ হ'তে ফেরাবার চেষ্টা করেছিলাম ; যখন একান্তই পারলাম না, তখন আর উপায় কি ? ধর্ম্ম নিয়ে যত দ্বন্দ্বই করি না, কর্ম্মের সময় আমি তোমাদের ; সম্পদকালে যত শত্রুই হই না, বিপদের সময় আমি তোমাদের ; সহস্র মুক্তি এসে আমার হাত ধ'রে টানুক, তোমরা বন্ধনে—আমি তোমাদের। জগতের কোনো প্রীতিকর বস্তু আমি একা ভোগ করতে চাই না, ভোগ করতে চাই সমস্ত দৈত্য-জাতির সহিত ; তা যখন পারলাম না, তখন তোমাদেরও যে দশা, আমারও তাই।

অনুহ্লাদ। বুকে আয় ভাই—বুকে আয় ! শীত গ্রীষ্ম মিলে মধুর বসন্তের উদয় হোক্ ; অনেক দিন পরে আমি আবার ভাইয়ের দাদা হই। [আলিঙ্গন করিলেন।]

বলি। তা হ'লে গ্রহণ করুন পিতামহ ! এই রাজদণ্ড অস্ত্রের সহিত এই দুর্ব্বার দেব-সংগ্রামে, সেনাপতি-পদ। [অস্ত্র প্রদান।]

প্রহ্লাদ। রাজদত্ত এ অস্ত্রপরিচালনে হৃদয়ের সমস্ত রক্তবিন্দু আমার মুষ্টিমধ্যে আসুক ; ঐহিক পারত্রিক আমার সর্ব্বস্ব দিয়ে এ পদের মর্য্যাদা রক্ষিত হোক্।

দৈত্যগণ। জয়—দৈত্যেশ্বর বলির জয় !

[নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রান্তর।

বিরোচন।

বিরোচন। যাক্—ফাঁকায এসে পড়েছি বাবা! আর কারও ধরাধরিতে নাই; এইবার একটা হাঁফ ছেড়ে নিই। ওঃ—গিয়েছিলুম আর কি! রাজ্যশাসন কি পাজী কারবার বাবা। আজ হাতী কেনো, কাল ঘোড়া বেচ, একে অন্ন দাও, ওর শির নাও, এই সতের প্যাঁচে আমার দম বন্ধ হবার যোগাড়! যাই হোক্, দেখ্‌তে হ'লে জেঠা-মশায়টী আমার পক্ষে লোক নেহাৎ মন্দ নন্। সিংহাসনটা হাত হ'তে খসিয়ে নিলেন, নিঃশ্বাসটা সরল ক'রে দিলেন; তবে আবার ছেলেটার মাথা খেলেন। তার আর কি হ'চ্ছে! যাক্ শত্রু পরে পরে, নিজে বাঁচ্‌লে বাপের নাম।

তর্কের আবির্ভাব।

তর্ক। কিন্তু—কিন্তু বাপ্, এতেই বা তোমার বাঁচাওটা কিসে।

মীমাংসার আবির্ভাব।

মীমাংসা। একদম জাযগা পাল্‌টে ফেলেছে - জল হাওযা বদ্‌লে ফেলেছে, আবার মরণটাই বা কিসে?

বিরোচন। কে বাবা তোমরা রঙ্গিন চেহারা? কোথা হ'তে ছুট্‌কে এসে আমাকেও রঙ্গিন ক'রে তোল্‌বার যোগাড় কর্‌ছো?

তর্ক। তুমি আমায় চিন্‌তে পার্‌লে না হে? আমি কিন্তু—

বিরোচন। কিন্তু? তুমি কিন্তু? মাপ কর বাবা কিন্তু মশায়! ঝক্‌মারি করেছি তোমায় না চিন্‌তে পেরে। তারপর তুমি কে মা রক্ষেকালী?

মীমাংসা। আমাকেও ঐ একটা আন্দাজ ক'রে নাও না! ও যখন কিন্তু, আমি তখন সুতরাং -

বিরোচন। [বাধা দিয়া] থাক্—ঐ পর্য্যন্তই; আর বল্‌তে হবে না—ঐখানেই চূড়ান্ত মিল হ'য়ে গেছে। ও যখন কিন্তু, তুমি তখন সুতরাং।

মীমাংসা। তা—নেহাং মন্দ ধর নি।

বিরোচন। ধর্‌বো বই কি! তবে কি বল্‌ছিলে কিন্তু মশায়?

তর্ক। বল্‌ছিলুম কি—অমন জমাটি রাজত্বটা এক কথায় ছেড়ে দিয়ে একেবারে এমন বেজায় ফাঁকায় দাঁড়ালে তেমন কি স্বার্থে?

বিরোচন। [স্বগত] লোকটা তো ধরেছে নিতান্ত মন্দ নয়! দাঁড়ালুম তেমন কি স্বার্থে? তাই তো, কি বলি? এঃ—সব ঘুলিয়ে দিলে!

মীমাংসা। আরে, অত ভাব্‌ছো কি? বল না—এতে স্বার্থ ব'লে কিছু নাই। শেষ জীবনে স্বার্থশূন্য হ'যে ছেলের হাতে সর্ব্বস্ব দিয়ে সংসারের সবাই এই রকম ফাঁকায এসে দাঁড়ায়, তাই এসে দাঁড়ালুম।

বিরোচন। বাস্—এই তো মিটে গেল! সবাই এই রকম দাঁড়ায়, আমিও দাঁড়িয়েছি। এ আর কোন্ লোকটা না জানে বাবা?

তর্ক। কিন্তু লোকের সঙ্গে যে তোমার তুলনা হয় না বাবা! লোকে স্বেচ্ছায় ঐশ্বর্য্য ছেড়ে বাণপ্রস্থে যায়, আর তোমায় নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ভেবে সিংহাসন হ'তে নামিয়ে সেইখানে বলিকে বসিয়েছে; তুমি তো গতিকে ফাঁকায় দাঁড়িয়েছ—কেমন কি না?

বিরোচন। না, এ কথা একশোবার ; তা নামিযে দেওয়া বই কি! বলির যে অভিষেক হ'লো, রাজ্যময রাষ্ট্র—আমি জান্‌লুম না কেন? ঠিক্! আমি তো ইচ্ছে ক'রে ফাঁকে আসি নাই, ক'জন জুটে আমায ফাঁকায় ফেলেছে।

মীমাংসা। তাই বা মন্দ কি করেছে? রোগীতে ওষুধ না খেলে কেউ যদি জোর ক'রে দাঁত চেপে খাওয়ায, তাতে কি তার অনিষ্ট করা হয়?

বিরোচন। ঠিক্ বলেছ মা স্নতবাং! এব উপর আর কথা নাই। আপন ইচ্ছাতেই হোক্—চাই জোর ক'রেই হোক্, ওষুধ পেটে গেলেই মঙ্গল। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ঠিক্—ঠিক্! কি হে, নয় কি?

তর্ক। তা বটে! তবে এক রোগের যদি আর এক ওষুধ পড়ে, তাতে মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলের ভযটাই বেশী নয কি?

বিরোচন। পার—পার, এ একটা কথা বল্‌তে পার। ঠিক্ রোগের মত ওষুধ পড়া চাই। তা চাই বই কি! এঃ—আবার ফেরে ফেল্‌লে দেখ্‌ছি।

মীমাংসা। এতে আর ফের কোন্‌খানটায় বাছা? এর তো সোজা উত্তর প'ড়ে রয়েছে।

বিরোচন। এঁ্যা— রযেছে না কি? বল তো মা স্নতরাং, সে উত্তরটা!

মীমাংসা। এর উত্তর হ'চ্ছে এই—সংসার-রোগে রোগীর এক ফাঁকায দাঁড়ানই ওষুধ,—এছাড়া অন্য ওষুধ আজও আবিষ্কার হয়নি।

বিরোচন। এই তো মিটে গেল! রাগও যেমন উৎকট, ওষুধও তেমনি তীব্র। হযেছে—হযেছে কিন্তু মশায়! এইবার কিন্তু তুমি এক বাঁশ জলে পড়ে গেছ বাবা!

তর্ক। আমি যেখানেই পড়ি, উদ্ধার আছে ; তুমি যে—

বিরোচন। আর কথা ক'য়ো না কিন্তু মশায়! মিটে গেল যখন, তখন আর কেন? তুমি একটা ক'রে চুলকানি তুল্‌ছো, আর মা সুতরাং সেই নিয়ে টেপাটেপি কর্‌ছে; আমাকে মাঝখানে ফেলে যেন একটা বিশ্রী রকম নাস্তানাবুদ আরম্ভ হ'যে গেছে।

তর্ক। রেগো না বাবা! যা বলি, শোন।

মীমাংসা। আবার শুন্‌বে কি? শোন্‌বার আছে কি?

বিরোচন। না—এদের মতলব ভাল নয়, কথার জের মার্‌তে চায় না—কেউ পরাজয় মানে না; এরা দু'জনে জুটে আমায় ঠিক্ পুতুল-নাচের মত নাচাচ্ছে, আমার যেন নিজস্ব কোন সত্তাই নাই!

তর্ক। যাক্—রাগ কর্‌ছো যখন, তখন আর ও কথায় কাজ নাই। কিন্তু এ দিকে দেখ্‌ছো বিরোচন, একজন কৃতি যোদ্ধা তুমি, অথচ তোমায় বাদ দিয়ে তোমার সমস্ত, দৈত্যজাতির ছেলে বুড়ো আদি ক'রে দেবতাদের সঙ্গে লড়াই দিতে চলেছে?

বিরোচন। তাই তো—তাই তো কিন্তু মশায়। আমাদের সমস্ত দৈত্যজাতি—

মীমাংসা। এঃ—তোমার মতিচ্ছন্ন ধরেছে বটে! লড়াইয়ের নাম শুনে ফুলে উঠ্‌ছো—কোমর বাঁধছো! তোমার দৈত্যজাতি লড়াইয়ে চলেছে, তাতে তোমার কি? বিরোচন! সাবধান! যখন সরেছ, তখন ও জাতির গণ্ডী হ'তেও সরে দাঁড়াও—সকল জাতির অতীত হও; দেখ্‌বে—জাতি ব'লে কিছু নেই, জাতি ব'লে কোন কিছু ঈশ্বরের সৃষ্ট নয়।

বিরোচন। ঠিক! না—আমি জাতি চাই না। জাতীয় কর্ম্ম আমার ধর্ম্ম নয়, জাতীয় উদ্দেশ্য আমার লক্ষ্য নয়। জাতি কি আমার জীবন-সমুদ্রের পরপারে গিয়ে আমার জন্য এই রকম অস্ত্র ধর্‌তে পার্‌বে? তবে কিসের জাতি?

তর্ক। আচ্ছা—যাক্ সে কথা। কিন্তু—কিন্তু বিরোচন! এ তো শুধু জাতি নয়, তোমার প্রিয়জন—সর্ব্বস্ব! বুঝ্‌তে পার্‌ছো বোধ হয়, এ ঘোর যুদ্ধে তোমার পিতা, পুত্র, পৌত্রের সমর-নিয়োগ—তোমার পৌত্রের সম্মুখে কি সর্ব্বনাশ! তাকে জয়ন্তের সঙ্গে লড়াই দিতে হবে নিশ্চয়!

বিরোচন। আমার পৌত্র বাণ? হায়-হায়-হায়! বাছা কি আর ফির্‌বে?

মীমাংসা। কে পৌত্র? কার পৌত্র? কে ফির্‌বে না ফির্‌বে, তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার? তুমি নিজে ফেরো, দেখ্‌বে —সংসারের কারও ফেরা-ঘোরাব জন্য কিছু যায় আসে না।

বিরোচন। সে কথা স্বীকার কর্‌তে হবে বৈ কি! দেখ্‌তে তো পাচ্ছি, মাত্র দু'দিন লোক লোকের জন্য কাঁদে; তারপর যা কে তাই! আবার হাসে, আবার খেলে, আবার একটা নূতন কিছু নিয়ে আপনাকে মজিয়ে তোলে। এই তো সংসার - এই তো তার সম্বন্ধ!

তর্ক। তোমার সম্বন্ধ-জ্ঞান তো খুব টন্‌টনে দেখ্‌ছি। যাক্! আবার এদিকে দেখ বিরোচন! তা হ'লেই তোমার পুত্র বলি—সে পড়্‌লো ইন্দ্রের ভাগে।

বিরোচন। ইন্দ্রেব ভাগে? তার হাতে বজ্র আছে যে!

মীমাংসা। সাবধান! সে বজ্র তার মাথায় না প'ড়ে তোমার মাথাতেই যেন আগে পড়ে না!

তর্ক। আরও ভেবে দেখ বিরোচন, কি ভয়ানক! তোমার পিতা—বৃদ্ধ পিতা প্রহ্লাদ, তার যুদ্ধ হবে কালের সঙ্গে—সাক্ষাৎ মৃত্যুর সঙ্গে।

বিরোচন। পিতা! পিতা!

মীমাংসা। সাবধান বিরোচন!

বিরোচন। আর সাবধান! এবার আমার যথার্থই কান্না এসেছে। পুত্র, পৌত্র মন হ'তে মুছে দিয়েছিলুম, কিন্তু এ আমার পিতা—যা হ'তে আমি বিরোচন। না—না, সারগর্ভ হ'লেও এবার আর তোমার কথা টিক্‌লো না—ভেসে গেল,—আমিও ভাস্‌লুম।

গীত।

মীমাংসা।—ভেসো না কূল পাবে না, এ যে অকূল সমুদ্দুর।
তর্ক।— না হয় তবে দেখ্‌বে ডুবে পাতালখানাই কত দূর॥
মীমাংসা।—পাতাল দেখে লাভ কি, সে তো অন্ধকার আর সাপের বাসা,
তর্ক।— সাপের মাথায় মাণিক থাকে, আঁধার হ'তেই আলোর আসা,
মীমাংসা।—সোজা পথ সাম্‌নে প'ড়ে, ঘুর্‌বে কেন এমন ঘুর?
তর্ক।— আমি তর্ক, এম্‌নি ক'রে ঘোরাই,
মীমাংসা।—মীমাংসা আমি, এম্‌নি ক'রেই ফেরাই,
উভয়ে।— ঘোরা ফেরার বড়াই তোমায় আমি এ বার কর্‌বো চুর॥

[উভয়ের অন্তর্দ্ধান।

বিরোচন। এরা তর্ক মীমাংসা; আমার হাত দু'খানা ধরে দু'জনে দু'দিকে টানাটানি কর্‌ছে—কেউ পরাজয় মান্‌তে চায় না। তাই তো, কি করি? [চিন্তা] তা হোক্! তবু আমি যুদ্ধ কর্‌বো; আমার পিতা—আমার ইহকাল-পরকাল! আমি যুদ্ধ কর্‌বো। [প্রস্থানোদ্যোগ]

বিশ্বাসের আবির্ভাব।

বিশ্বাস। বিরোচন।

বিরোচন। কি ললিত মধুর সস্নেহ সম্বোধন! কি উদাস ঢল-ঢল শান্ত মূর্ত্তি!

বিশ্বাস। কি দেখ্‌ছো ভাই?

বিরোচন। এক আনন্দময় নূতন স্বর্গ ; দেখ্‌ছি ভাই, দিব্যজ্যোতিঃ-বিভাসিত শান্তিময় তোমার রূপ।

বিশ্বাস। রূপ দেখ্‌ছো ? দেখ ভাই, দেখ ; সহস্র চক্ষু উন্মীলিত ক'রে একদৃষ্টে আমার রূপ দেখ। এত রূপ চন্দ্রে নাই, এত রূপ সৃষ্টি-তন্ত্রে নাই, এত রূপ বোধ হয় সৃষ্টিকর্ত্তাতেও নাই! তাই এই রূপের বোঝা নিয়ে কেঁদে মরি, দর্শক পাই না,—আপনাকেই দেখাই ; আদর নাই, অন্তরে থাকি।

বিরোচন। বল কি ? এমন নিরাময় নিষ্কলঙ্ক উজ্জ্বল রূপের আদর নাই ? জগতের কি হৃদয় নাই ?

বিশ্বাস। না ভাই! জগতের দ্বারে দ্বারে ফিরেছি, প্রত্যেককে প্রাণে প্রাণে রূপ দেখিয়েছি, জাগতিক শোভার সঙ্গে আমার পার্থক্য যুক্তির দ্বারায় বুঝিয়েছি, তবু স্থান হ'লো না ভাই! তবু কেউ ডাক্‌লে না, অনাদরে একটা কটাক্ষ পর্য্যন্ত কেউ কর্‌লে না! তোমার কাছে এসেছি ভাই! কিছুই চাই না, একটু ভালবাস—একটু স্থান দাও।

বিরোচন। তুমি কে ? তোমার নাম কি ভাই ?

বিশ্বাস! আমি বিশ্বাস। জগৎ আমায় দুর্লভ বলে, কিন্তু আমি জানি, জগতে সুলভ কেউ যদি থাকে তো সে আমি।

বিরোচন। বলুক্ ; জগৎ যা বলে বলুক্, আমি জগৎছাড়া। এস —এস ভাই! এস জগতের দুর্লভ বস্তু! ঐরূপ সুলভ হ'য়ে ধীরে ধীরে আমার হাতখানি ধর।

বিশ্বাস। বন্ধু! [বিরোচনের হাত ধরিয়া] কোথায় যাচ্ছিলে ভাই ?

বিরোচন। কোথায় যাচ্ছিলাম ? তাই তো! কোথায় যাচ্ছিলাম, মনে আস্‌ছে না যে ভাই!

বিশ্বাস। যুদ্ধে যাচ্ছিলে, না?

বিরোচন। ও,—হাঁ! তবে সে আমি যাই নাই ভাই! কে যেন আমার হাত ধ'রে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।

বিশ্বাস। টেনে নিয়ে যাচ্ছিল তোমার পিতৃভক্তি, তোমার পুত্রস্নেহ, তোমার পৌত্রের মায়া—এই তো?

বিরোচন। তা মিথ্যা নয়।

বিশ্বাস। তারা তোমায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে, আর তুমি তাদের টান্‌তে পার্‌ছো না? এই শক্তি নিয়ে যুদ্ধে নাম্‌ছো বিরোচন?

বিরোচন। এ আবার তুমি কি বল্‌ছো?

বিশ্বাস। যুদ্ধের কথাই বল্‌ছি; আসল যুদ্ধের কথা—অন্তর্যুদ্ধের কথা—এ বহির্যুদ্ধের কথা নয়।

বিরোচন। অন্তর্যুদ্ধ?

বিশ্বাস। অন্তর্যুদ্ধ; তোমার সঙ্গে তোমারই যুদ্ধ।

বিরোচন। আমার সঙ্গে আমার যুদ্ধ?

বিশ্বাস। হাঁ বিরোচন! তোমার ভিতর আর একটা তুমি লুকিয়ে রয়েছে, টের পাচ্ছ না?

বিরোচন। এঁ্যা! বল কি?

বিশ্বাস। সে কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য্য ছ'জন সৈন্যাধ্যক্ষ নিয়ে প্রবলবিক্রমে তোমায় আক্রমণ করেছে, দেখ্‌তে পাচ্ছ?

বিরোচন। ও—

বিশ্বাস। তুমি হঠছো বুঝ্‌তে পার্‌ছো?

বিরোচন। হঠ্‌ছি—হঠ্‌ছি? তাই তো বটে! তা হ'লে কি করি?

বিশ্বাস। যুদ্ধের জন্য পাগল হয়েছিলে, যুদ্ধ কর। নিজের ভিতর এমন ডুরু-ডুরু যুদ্ধের দামামা বাজ্‌ছে, শত্রুর খড়্গ মাথায় ঝুল্‌ছে,

আর তুমি চলেছ কোথায় ভাই? কে বল্‌লে ওখানে তোমার পিতা পুত্র পৌত্র বিপন্ন? সে সব মিথ্যা; তোমার প্রকৃত পিতা পুত্র পৌত্র বিপন্ন এইখানেই।

বিরোচন। এখানে আমার পিতা, পুত্র, পৌত্র?

বিশ্বাস। দেখ বিরোচন! তোমার বৈরাগ্য-পৌত্র ভ্রম-জয়ন্তের সম্মুখে, সে বাণে বাণে তাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা কর্‌ছে। দেখ ভাই। তোমার বিবেক-পুত্র মোহ-শচীশ্বরের করতলে, সে বজ্রাঘাতে বুঝি তাকে ছাই ক'রে দেয়। আরও দেখ বন্ধু! সবার শেষে সর্ব্ব উচ্চে তোমার জ্ঞানরূপ বৃদ্ধ পিতা কামরূপী মহাকালের মুখ-গহ্বরে। বিরোচন! যদি যোদ্ধা হও, অগ্রসর হও—যুদ্ধ কর—রিপু সংহার কর।

বিরোচন। কি ক'রে কর্‌বো? এ যে অদৃষ্টপূর্ব্ব রণস্থল, এ যে অভিনব যুদ্ধ, এ যে অমর হ'তেও অমর শত্রু। ভয় হ'চ্ছে ভাই! এ যুদ্ধবিদ্যা তো আমার শেখা নাই; আমি কি অস্ত্র ব্যবহার কর্‌বো?

বিশ্বাস। এ যুদ্ধের অস্ত্র সাধনা—বিচার—সংযম।

বিরোচন। ও-হো-হো! আমার চৈতন্য হয়েছে, আমি ভ্রমে আচ্ছন্ন ছিলাম। মোহ আমার আকণ্ঠ গ্রাস করেছিল, কাম আমার সকল শক্তি লুপ্ত ক'রে রেখেছিল। চোখ ফুটেছে—অস্ত্র পেয়েছি, আমি যুদ্ধ কর্‌বো!

বিশ্বাস। যাও ভাই! স্বার্থময় বহির্যুদ্ধ হ'তে শান্তিময় এই অন্তর্যুদ্ধে। জয়ী সে নয়, যে রক্তস্রোত প্রবাহিত ক'রে অবহেলে বিশ্বজয় কর্‌তে পারে; জয়ী বলি তাকে, যে প্রেমস্রোত প্রবাহিত ক'রে শুদ্ধ আত্মজয় কর্‌তে পারে।

বিরোচন। এস সংযম, এস বিচার, এস সাধনা; আমি যুদ্ধ কর্‌বো—শত্রুসংহার কর্‌বো—জয়ী হবো।

[দূর হইতে কর্ম্মের গান ভাসিয়া আসিল।]

কর্ম্ম —

ঐ বাজে, ঐ বাজে, ঐ বাজে,—বাজে রণভেরী।
সাজ সাজ বীর, তোল রে কৃপাণ,
অরাতিনিকরে আছে ঘেরি ॥

বিরোচন। কি? কি ও গুরু?

বিশ্বাস। ঐ দেখ বিরোচন, কর্ম্ম তোমার হাত ধ'রে নিতে এসেছে, অন্তর্য্যুদ্ধের অপূর্ব্ব বিষাণ বেজে উঠেছে,—শুনতে পাচ্ছ?

গীতকণ্ঠে কর্ম্মের প্রবেশ।

কর্ম্ম—

গীত

ঐ বাজে, ঐ বাজে, ঐ বাজে,—বাজে, রণভেরী।
সাজ সাজ বীর, তোল রে কৃপাণ,
অরাতিনিকরে আছে ঘেরি।

বিশ্বাস —

এ যে অভিনব রণস্থল,
মায়ার সেনায় রচিত বূ্যহ, দেখাও শিক্ষা-কৌশল
সচেতন কর কুণ্ডলিনীরে,
ভিতরে কর্ম্ম কি দেখ বাহিরে,
ষড়দল ভেদি ওঠ সহস্রারে, সাঙ্গ সকল সমরেরি ॥

[গীতান্তে কর্ম্ম ও বিশ্বাস বিরোচনের হাত ধরিয়া লইয়া গেল।

তৃতীয় দৃশ্য

বৈকুণ্ঠ।

সিংহাসনে লক্ষ্মী, উভয় পার্শ্বে সঙ্গিনীগণ।

সঙ্গিনীগণ।—

গীত।

সাজাবো তোমারে ইন্দিরে, মনোমন্দিরে অতি ধীরে।
কত সন্ধানে কত রত্ন পেয়েছি, দেখাবো হৃদয় চিরে।
আজি প্রীতির পুষ্প গাঁথিয়া দিব গো তোমার ভুজগ-অলকে
আজি স্মৃতির সিন্দুর রেখাটী টানিব নিটোল ললাট-ফলকে,
স্নেহ-কজ্জল দিব চক্ষে, শ্রদ্ধা-সুরভি বক্ষে,
চরণে তোমার আঁকিব পদ্ম গলিত অশ্রুনীরে॥

[নেপথ্যে দৈত্যগণ "জয়—দৈত্যেশ্বর বলির জয়" বলিয়া হুঙ্কার করিতেছিল ; লক্ষ্মী ও সঙ্গিনীগণ চমকিয়া উঠিলেন।]

লক্ষ্মী। একি! কোথা হ'তে আসে এই স্বর?
বুঝি দৈত্য-রণে পরাজিত দেবগণ!
জয়োল্লাসে মত্ত যত দানবমণ্ডলী
ত্রিদেবের লভি অধিকার
পূরাইছে দিঙ্মণ্ডল ঘোর উচ্চনাদে।

[নেপথ্যে দৈত্যগণ পুনঃ জয়ধ্বনি করিল।]

লক্ষ্মী। একি! এত কাছে?
ত্রিদিবের লভি অধিকার,
উন্মত্তের প্রায় আসিছে কি
দানব হেথায়—এই বৈকুণ্ঠ-আলয়?

বলির প্রবেশ।

বলি। পেয়েছি—পেয়েছি! জগদ্‌বাঞ্ছিতা লক্ষ্মী,
আজি পেয়েছি তোমারে আমি।
এস—নেমে এস, এস মোর সাথে;
এস—এস!

লক্ষ্মী। [সিংহাসন হইতে ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়া] আমায় কোথায় যেতে হবে বলি?

বলি। কারাগারে।

লক্ষ্মী। কারাগারে! কেন, আমি কি তোমার বন্দিনী?

বলি। এমন একটা অদ্ভুত সংগ্রাম জয় কর্‌লাম তার বিজয়-চিহ্ন চাই না?

লক্ষ্মী। বিজয়-চিহ্ন? তা তোমার বিরোধী দেবতাদের ছেড়ে, আমি কিছুতে নাই—আমার উপর এ আক্রোশ কেন?

বলি। তুমি কিছুতে নাই, বল কি? আমি তো দেখ্‌ছি, তুমিই সর্ব্বত্রে। দেবতারা কে? স্বর্গ কাকে নিয়ে? তোমার জন্য আজ সমস্ত দৈত্যজাতি পিপাসায় অধীর হ'য়ে বুক চিরে নিজের নিজের রক্ত পান কর্‌ছে। একটা মর্ম্মাহত সাধনা অগ্নিদাহের মত ক্ষিপ্ত হ'য়ে তোমার অন্যায় পক্ষপাতিত্বের পৈশাচিক প্রতিশোধ নিতে বসেছে। তোমার ঐ স্বতঃচঞ্চল হৃদয়ের সবটা অধিকার ক'রে বলি সর্ব্ব কামনার পরিসমাপ্তি কর্‌তে চলেছে।

লক্ষ্মী। না বলি! ভুল করেছ। বাসনার পরিসমাপ্তি ঐশ্বর্য্যের ভোগে নয়, ত্যাগে। যদি বাসনার পরিসমাপ্তি কর্‌তে চাও, এ পথে এসো না—আমায় নিয়ে ভেসো না—আসক্তিকে আদর দিয়ে মাথায় তুলো না; লাভ হবে না—যা আছে, তাও হারাবে।

বলি। কোনো ক্ষতি নাই ; তাই বলির অভিপ্রেত। চল !

লক্ষ্মী। তবে চল, আমি ব'লে রাখলাম। [গমনোদ্যোগ]

সহসা নারায়ণের আবির্ভাব।

নারায়ণ। দাঁড়াও বলি !

বলি। [স্বগত] বাঃ-বাঃ বাঃ ! এই বুঝি সর্ব্বনাশের সূচনা !

লক্ষ্মী। প্রাণেশ !

নারায়ণ। আমি এসেছি লক্ষ্মী ! বলির সাধ্য কি যে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে তোমায় স্বর্গ হ'তে নিয়ে যায়।

বলি। ভুল—ভুল—ভুল নারায়ণ ! বলিকে এখনও চেননি—প্রহ্লাদের পৌত্রের সম্যক পরিচয় এখনও তুমি পাও নি।

নারায়ণ। শোন বলি, কি তোমার উদ্দেশ্য ? তুমি স্বর্গ হ'তে লক্ষ্মীকে নিয়ে যেতে চাইছো কেন ?

বলি। এ প্রশ্নের উত্তরে তুমি কি কর্‌বে ?

নারায়ণ। উত্তর সৎ হ'লে নির্ব্বিবাদে পরিত্যাগ কর্‌বো, নতুবা তোমায় একবার বিশেষরূপে চেনা দেবো।

বলি। আমি চিন্‌তেই চাই। এর উত্তর এই—স্বর্গ এখন আমার অধিকৃত ; এর লুণ্ঠিত রত্ন আমি যেথা ইচ্ছা নিয়ে যাবো—যা ইচ্ছা কর্‌বো।

নারায়ণ। তা হ'লে ও ইচ্ছার এইখানেই পরিসমাপ্তি কর্‌তে হবে বলি !

বলি। কেন ? তোমার বঙ্কিম নীল নয়নে রক্তের স্ফীত শিরার সমষ্টি দেখে ? তোমার নাগ-নিন্দিত বরদকরে বিশ্বসন্ত্রাসক চক্র দেখে ? তা নয় চক্রধারী ! তোমার ইচ্ছার তলে সকল ইচ্ছার পরিসমাপ্তি হ'লেও, জেনে রেখো, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার ক্রিয়া অসমাপিকা।

নারায়ণ। এ ইচ্ছা পূর্ণ কর্‌তে হ'লে তোমায় আত্মরক্ষায় যত্নবান হ'তে হবে।

বলি। আত্মাই আত্মার চির-রক্ষক।

নারায়ণ। আত্মগর্ব্বী! [চক্র তুলিলেন।]

বলি। [অস্ত্র লইয়া অগ্রসর হইলেন।]

সশস্ত্র প্রহ্লাদের প্রবেশ।

প্রহ্লাদ। তিষ্ঠ।

নারায়ণ। কে—প্রহ্লাদ?

প্রহ্লাদ। হ'লেও এ সে প্রহ্লাদ নয়। সে বালক, এ বৃদ্ধ; সে ছিল হরিভক্ত প্রহ্লাদ, এ হরিদ্বেষী প্রহ্লাদ।

নারায়ণ। এ বেগবতী লালসার খরস্রোতে নিষ্কাম সাধক প্রহ্লাদ —তুমি?

প্রহ্লাদ। এ তুচ্ছ ইন্দ্র বলির সংঘর্ষে মহাপ্রলয়ে অবিচলিত নির্ব্বিকার নিত্যনিরঞ্জন নারায়ণ—তুমি?

নারায়ণ। না প্রহ্লাদ, এ সংঘর্ষ বড় তুচ্ছ নয়; ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব যায়, স্বর্গ লক্ষ্মীভ্রষ্ট হয়, স্পর্দ্ধায় সৃষ্টি ভরে। আমি সুবিচার করবো। তুমি নিরস্ত্র হও প্রহ্লাদ! বুঝে দেখ, ইন্দ্রকে রক্ষা করা কি আমার কর্ত্তব্য নয়?

প্রহ্লাদ। অবশ্য। তবে তোমারও বোঝা উচিৎ, বলিকে রক্ষা করা কি আমারও কর্ত্তব্য নয়?

নারায়ণ। তুমি বলিকে রক্ষা কর্‌বে আমার বিরুদ্ধে?

প্রহ্লাদ। হাঁ, সেই জন্যই তো অস্ত্র ধর্‌লাম—জগতের চক্ষে আশ্চর্য্যের মত ফুটলাম। আমি জানি, বলির রণ-নৈপুণ্যের কাছে ইন্দ্রাদি দেবগণ নিতান্ত শিশু, কিন্তু তোমার চক্রের গতিরোধে এক প্রহ্লাদ ভিন্ন তো

আর কেউ সক্ষম নয়! তাই নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও অনাহুত অপমানিত হ'য়ে শেষে এই ক্রূর ভূমিকার অভিনয়ে নাম্‌তে হ'লো নারায়ণ! শুধু তোমার জন্য—তোমার ঐ কুটিল চক্রের জন্য।

নারায়ণ। এ তোমার আত্ম-অপরাধের আবরণ মাত্র প্রহ্লাদ! আমার সম্পূর্ণ ধারণা, আমার জন্য নয়—তোমার যুদ্ধে আসা যুদ্ধেরই জন্য; তা না হ'লে আমি যে ইন্দ্রের রক্ষায় অস্ত্র ধর্‌বো, এ কথা লক্ষ্মী পর্য্যন্ত জানে না, তুমি কি ক'রে জান্‌লে প্রহ্লাদ?

প্রহ্লাদ। লক্ষ্মী না জান্‌তে পারে, প্রহ্লাদ লক্ষ্মী অপেক্ষা নারায়ণের সংবাদ অধিক রাখে। এ কথা কি ক'রে জান্‌লুম? প্রহ্লাদ যখন নিতান্ত অজ্ঞান, পঞ্চম বর্ষের শিশু, তখন তুমি যে স্ফটিক স্তম্ভে আছ, সে কথা সে কি ক'রে জেনেছিল নারায়ণ?

নারায়ণ। প্রহ্লাদ! আমি পরাজিত; তোমার অস্ত্রের কাছে নয়, তোমার কাছে। এই আমি অস্ত্র সম্বরণ কর্‌লাম, আর আমার কোন বিদ্বেষ নাই। তুমি লক্ষ্মীকে দেবার জন্য বলিকে আদেশ দাও!

প্রহ্লাদ। না নারায়ণ! যদিও আমি পিতামহ—পূজ্য, তা হ'লেও সে ক্ষমতা আজ আর আমার নাই। এখন বলি সম্রাট, আমি তার সেনাপতি—আদেশবাহী। সম্রাট! বড় রণশ্রান্ত আছি, একটু বিশ্রাম কর্‌বো—একটু বিশ্রাম কর্‌বো। [প্রস্থান।

নারায়ণ। বলি! তুমি স্বর্গ রাজ্য নাও, পৃথিবীর একাধিপত্য নাও, আমি বাধা দেবো না, মাত্র লক্ষ্মীকে আমায় দাও।

বলি। লক্ষ্মীছাড়া পৃথিবীর একাধিপত্য! বারিশূন্য সরোবর! প্রাণহীন শবদেহের প্রলোভন! না—তা হয় না নারায়ণ! লক্ষ্মীকে আমি নিয়ে যাবো—স্বর্গের গৌরব খর্ব্ব কর্‌বো—জগতে দারিদ্র্য আর রাখ্‌বো না। তবে হাঁ, দিতে পারি দর্পহারি নারায়ণ! দিতে পারি। রক্ত-

চক্ষে নয়, কোনো প্রতিদান নিয়ে নয়, কারো আদেশ অনুরোধে নয়; দিতে পারি, যদি তুমি আমার কাছে ভিক্ষা কর।

নারায়ণ। ভিক্ষা!

বলি। হাঁ—ভিক্ষা; তোমার সকল শ্রেষ্ঠত্বের দর্প বিসর্জ্জন দিয়ে, ভিখারীর দীনতা নিয়ে, মরজগতের ক্ষুদ্র জীবের কাছে ভিক্ষা।

নারায়ণ। ভিক্ষা! বল কি বলি? তুমি কি এখনও আমায় চিন্‌তে পার নাই? সারা বিশ্ব আমার কৃপাভিক্ষার জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়িয়ে আছে, আর আমি ভিক্ষা কর্‌বো তোমার কাছে?

বলি। কেন, লজ্জা হ'চ্ছে না কি? নিষ্ঠুর! যখন অভাবের তাড়নায় ক্ষিপ্ত হ'য়ে বিশ্ব-সংসার তোমার করুণার দ্বারে কেঁদে কেঁদে মাথা খুঁড়ে সারা হয়, তখন তো নারায়ণ সে দৃশ্য বেশ উপভোগ কর! আজ লক্ষ্মীহারা হ'য়ে—লক্ষ্মীছাড়া হ'য়ে তুমি একটু কাঁদ্‌বে না? সৃষ্টির শিখরে অধিষ্ঠিত তুমি, ভিখারীর মর্ম্মবেদনা সব সময় ভাল ক'রে বুঝ্‌তে পার না, তাই এবার একটু বোঝাতে চাই। আর জানি এই বিশ্বজগৎ তোমার দ্বারে ভিখারী, তাই ইচ্ছা হ'চ্ছে দানী! তোমায় ভিক্ষা দেওয়ায় একটু শিক্ষা দিই।

নারায়ণ। আমায় শিক্ষা দেবে তুমি? কেন, আমি কি ভিক্ষা দিতে জানি না?

বলি। জান্‌তে পার, কিন্তু দেওয়া হয় না। অকুণ্ঠিতচিত্তে কৃপণতা ত্যাগ ক'রে দেওয়া হয় না—ভিক্ষুকের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মিল রেখে দেওয়া হয় না। তা যদি হবে, তবে জগতে এত হা-হুতাশ কেন? অভাবের এত রুক্ষ স্বভাব কেন? দারিদ্র্যের পেষণে কঙ্কালসার লালসার এত কঠোর-জ্বালা কেন? দেওয়া হয় না দানী, বুঝি কৃপণতা ত্যাগ ক'রে ঐশ্বর্য্যকে ধূলিমুষ্টির মত জ্ঞান ক'রে দেওয়া হয় না, ভিক্ষুকের সুপ্রসার মনের সঙ্গে

সঙ্কুচিত জিহ্বার সামঞ্জস্য রেখে দেওয়া হয় না, সবাই তোমার যাচক জেনে উপযাচক হ'য়ে অযাচিতভাবে দেওয়া হয় না।

নারায়ণ। তুমি আমায় সেইরূপ ভিক্ষা দেবে বলি? দিতে পার্‌বে?

বলি। তুমি হৃদয়ের সমস্ত আশা একত্র ক'রে ভিক্ষা কর্‌বে, আর আমি আমার অর্জ্জিত সমস্ত ত্যাগ তোমার হাতে দিতে পার্‌বো না?

নারায়ণ। ভাল দানদর্পী! তাই হবে; যাও—ভিক্ষাদানের জন্য প্রস্তুত হওগে।

বলি। আমি জিতেছি—আমি জিতেছি! নেবে—ভিক্ষা নেবে নারায়ণ? বেশ, তবে ভিক্ষাগ্রহণের মত সজ্জা কর। এস কমলা!

[লক্ষ্মীসহ প্রস্থান।

সঙ্গিনীগণ।—

গীত

ছিঃ-ছিঃ হেরে গেল রণে শ্যাম।
ডুবে গেল তোমার ভুবনভরা নাম॥
কৈ সে শক্তি দাও পরিচয়,
জান ধরিতে শুধু রমণী মজানো ঠাম।
তুমি যে ভাগ্য. তুমি বিধাতা,
তবে বল না বঁধু বল না তোমার কে হ'লো বাম?

নারায়ণ। ভিক্ষাগ্রহণের মত সজ্জা কর্‌তে ব'লে গেল। তা বল্‌তে পারে। এ তো ভিক্ষারীর সজ্জা নয়। তাই তো—[চিন্তা করিলেন, পরে বলিলেন] ভিখারী—ভিখারী! জগৎপ্রতিপালক হবে তারই সৃষ্ট জীবের দ্বারে ভিখারী! হাঁ, এ লীলায় নূতনত্ব আছে বটে!

[নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

দৈত্যরাজ-অন্তঃপুর।

সিংহাসনে লক্ষ্মী উপবিষ্টা, নিম্নে পূজানিরতা বিন্ধ্যা,
উভয় পার্শ্বে দৈত্যরমণীগণ গাহিতেছিল।

দৈত্যরমণীগণ।—

গীত।

কল্যাণ কর কমলালয়া করুণারত চক্ষে।
মঙ্গল কর মাধবপ্রিয়া মেদিনীর প্রতি লক্ষ্যে॥
ধর অঞ্জলি রাতুল পদে,
হর মা দৈন্য মাতঃ বরদে,
নাও মা তাপিতে তুলিয়া তোমার শীত-শান্ত কক্ষে।
বিষাদে তুমি মা মধুরভাষিণী,
আঁধারে তুমি মা চপলাহাসিনী,
প্রকৃতি তুমি মা পরমারাধ্যা পরমপুরুষবক্ষে॥

[সকলে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল।]

লক্ষ্মী। মনোসাধ পূর্ণ হোক্ সবাকার।
সংসার কর গো সুখে
সিঁথির সিন্দুর কোলের মাণিক ল'য়ে।

[দৈত্যরমণীগণের প্রস্থান।

লক্ষ্মী। মহারাণী! দানবগৃহিণী!
বড় সুখে আছি আমি তোমার আলয়ে।
প্রাতঃ-সন্ধ্যা পাই প্রীতি-পূজা,
ভোগ করি কত রসাল নৈবেদ্য ;
ত্রিলোক-ঈশ্বরী তুমি, কিঙ্করীর মত
যত্নবতী সতত তুষিতে মোরে।
যদিও সংসারে তুমি শ্রেষ্ঠা ভাগ্যবতী,
বলি পতি তব, পুত্র বাণ বীর্য্যবান,
বাঁধা লক্ষ্মী আমি ভক্তি-পাশে তব পাশে,
রমণী-জীবনে কামনার কিছু নাই আর ;
তবু যদি থাকে কোন গুপ্ত অভিলাষ,
ব্যক্ত কর মহারাণী!
অর্চ্চনার দিব যোগ্য বর।

বিন্ধ্যা। জানি সুবরদে!
অর্চ্চনা-অধীনা তুমি সর্ব্বকাল।
কি বর চাহিব মাগো আর ?
পাইয়াছে দাসী ও পরম পদ,
মধুময়ী শান্তির ভাণ্ডার—
সকল সাধের শেষ—
সর্ব্ব কামনার চরম সাফল্য।
তবে জনমিয়া রমণী-জনম,
জান তো মা! যত দাও বর,
মিটে না স্বামীর কল্যাণ-কামনা কভু।
তাই চাই—

যে ভাবে রাখিবে রাখ, যেন পাই
পতির মঙ্গল লক্ষ্য করিতে সতত।

লক্ষ্মী। সাধ্বী তুমি দৈত্যেন্দ্র-ললনা !
বড ভালবাসি আমি তারে সুলোচনা,
স্বামী মঙ্গলে যে বামা অন্তর প্রাণ
সর্ব্বস্ব অর্পণ করে।
আশীর্ব্বাদ করি—
পূর্ণ হোক্ মনোরথ,
চির-আয়ুষ্মতী হও সতী !
ভোগে ত্যাগে ধ্যানে ধর্ম্মে হইয়া সহায়,
স্বামীর মঙ্গল সাধ সর্ব্বকাল।

বলির প্রবেশ।

বলি। মায়ের অর্চ্চনা
যথাবিধি হয়েছে তো রাণী ?

বিন্ধ্যা। যথাজ্ঞান পূজিয়াছি স্বামী !

লক্ষ্মী। কোন ত্রুটি হয়নি বাছনি !
পরম বৈষ্ণব তুমি ভক্ত-চূড়ামণি,
ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী তোমার,
কিনিয়াছ দোঁহে বহুদিন মোরে।
তা না হ'লে
গোলকবাসিনী বিষ্ণুপ্রিয়া আমি,
আমারে বন্দিনী কর শক্তিভূমি রণস্থলে
সাঙ্গ মোর পূজা, বড় তৃপ্তা আমি ;

ধর বৎস প্রসাদ-নির্ম্মাল্য,
জল পান কর রাণী সহ। [নির্ম্মাল্য দান]

বলি। মাতৃদত্ত প্রসাদ-নির্ম্মাল্য
থাকুক্ মুকুট হ'য়ে রাজেন্দ্রের শিরে ;
কিন্তু মা গো, জলপান করিব না আজ।
সারা জীবনের এক অতৃপ্ত পিপাসা ল'যে
ভ্রমে বলি মরুভূমাঝারে,
মরীচিকা সনে করে খেলা ;
কি হবে মা !
চাতকের মত ও বারিবিন্দুতে ?
সাগরের জল চাই শুষ্ক কণ্ঠে তার।
জলধিনন্দিনী ! পার তুমি ;
তার যদি এ সঙ্কটে,
মিটাও যদি সে তৃষ্ণা—
তবেই আহার পান, নতুবা ও
পদতলে অনশনে দিব ছার প্রাণ।

লক্ষ্মী। কহ প্রাণাধিক !
কি হেন বাসনা তব,
প্রাণপাতে যাহার সাধন ?

বলি। করেছি মনন মা গো !
দিয়েছ আদরে যবে
একচ্ছত্র ত্রিলোকের,
করিব মা শেষ সে সাধের
দান-যজ্ঞে ব্রতী হ'য়ে।

পুরাইব সকলের সকল বাসনা,
ঘুচাইব জগতের দারিদ্র্য-লাঞ্ছনা।
অশ্বমেধ-যজ্ঞে ব্রতী হবো মা গো!
দান হবে উপলক্ষ্য তার।

লক্ষ্মী অশ্বমেধ! বড়ই ভীষণ যাগ,
কাঁপে প্রাণ নাম শুনে তার।
ক্ষান্ত হও বাছাধন!
হয় না পূরণ কভু সে যাগের,
লাভ মাত্র কলহ অশান্তি।
প্রতিদ্বন্দ্বী হবে বিশ্ব, শত বাহু মেলি
রাখিতে নারিব আমি।

বলি কেন হবে বিশ্ব বিরোধী জননী?
আশা তো করিনি আমি
কোন পদ পেতে,
কারো উচ্চে যেতে রাখি না তো সাধ!
কি অভাব মোর? কি বাঞ্ছা
করিব আমি? কার কাছে?
বাঞ্ছাকল্প-লতিকা মা তুমি
হৃদয় উদ্যানে মম আত্মাসহকারে।
নাহি মা প্রার্থনা কিছু,
আকিঞ্চন—মাত্র দান,
জগতের রোষ তার কি গো প্রতিদান?

লক্ষ্মী দান?

বলি। দান।

অভাবহারিণী দয়াময়ী তুমি,
তোমার অঙ্কেতে বসি
কি কার্য্য সাধিব মা গো আর !
প্রাণ ভ'রে দিব দান,
দু'হাতে বিলাবো ধন,
দীন দুঃখী মহাজন বাছিব না কিছু,
দিব অকাতরে যে যাহা চাহিবে।

লক্ষ্মী। ঐশ্বর্য্য বিলায়ে
জগতের ভোগ-তৃষা চাহ মিটাইতে ?
পারিবে না বৎস !
উদ্‌যাপন করিতে এ ব্রত।
ভস্মাচ্ছন্ন অগ্নিকণা সম
এ দানেও রয়েছে আসক্তি চাপা ;
বাড়িবে সুযোগ পেলে,
মানিবে না বাধা,
কেন সেধে পড়িবে বন্ধনে ?

বলি। বন্ধন মোচন করা করুণারূপিণী !
কিসের জননী তুমি তবে,
নারিবে যদি গো মাতা
নিবারিতে শিশুর ক্রন্দন ?
ভুলায়ো না আর বালক বুঝায়ে।
অভাবের লক্ষ ফণা করিব দলিত,
গলিত দারিদ্র্য-মূর্ত্তি
প্রোথিত করিব তলে,

দিব জলে বিসর্জ্জন বড় সাধ চিতে
জগতের যা কিছু অপূর্ণ।
কেন রবে হাহাকার জগৎমাঝারে ?
কর বাঞ্ছা পূর্ণ পূর্ণানন্দময়ী !
নামি কর্ম্মক্ষেত্রে,
অনুমতি দাও মা শ্রীমতী !

বিন্ধ্যা   দাও বর, দাও মা অভয়,
বরাভয়দায়িনী পদ্মাসনা !
পতির বাসনা পূর্ণ কর,
করুণা-কটাক্ষে চাও কজ্জলনয়না !

লক্ষ্মী।   তুমিও কি এ প্রস্তাব যোগ্য বল রাণী ?

বিন্ধ্যা   যোগ্যাযোগ্য বিচারের অধিকার
কোথা মা আমার ?
পতির প্রস্তাব অযোগ্য হ'লেও
সে যে যোগ্য মম পাশে।

লক্ষ্মী।   তাই হোক্ তবে,
এত সাধ যখন দোঁহার।
যাও রাজা! কর অশ্বমেধ;
দাও দান ইচ্ছামত,
ধনে-রত্নে ধরিত্রী ভরাও।
ভাণ্ডারে রহিনু আমি,
না ফুরাবে জীবনে তোমার,—
কিন্তু যজ্ঞপূর্ণ—জানে যজ্ঞেশ্বর।

বলি !   সেবকের প্রণাম লহ মা যজ্ঞেশ্বরী ! [প্রণাম

লক্ষ্মী। সাবধান! চলেছ ত্যাগের পথে,
লক্ষ্য রেখো আসক্তির প্রতি,
দাস যেন হ'য়ো না তাহার।

[বলির প্রস্থানোদ্যোগ]

পুষ্পের প্রবেশ।

পুষ্প। কৈ বাবা! তুমি যে বলেছিলে—আমার জন্য পুতুল এনেছ, কৈ?

বলি। [লক্ষ্মীকে দেখাইয়া] ওই যে মা, তোমার সম্মুখে।

[প্রস্থান।

পুষ্প। এই পুতুল! বাঃ—বেশ মুখখানি তো! বেশ টানা চোখ দুটি তো! বেশ সরস হাসিটুকু তো! সবার ভিতর হ'তে কিসের যেন গরিমা ফুটে বেরুচ্ছে!

লক্ষ্মী। ইনিই রাজকুমারী?

বিন্ধ্যা। হাঁ মা, দাসীকন্যা।

পুষ্প। ও পুতুল! তা হ'লে ওরকম সাজানো পুতুল হ'য়ে সিংহাসনে ব'সে শুধু ভোগ খেতে গেলে তো চল্‌বে না, আমার সঙ্গে খেল্‌তে হবে; এস!

বিন্ধ্যা। [শশব্যস্তে] করিস্ কি—করিস্ কি পুষ্প!

পুষ্প। ভয় নাই মা! এ পুতুল সহজে ভাঙ্গবার নয়; ভাঙ্গবে, যখন তোমাদের কপাল ভাঙ্গবে।

গীত

সাধের প্রভাত মোর মিটাবো পুতুল-খেলা।
পেয়েছি পুতুল আজি খুঁজি সারা ছেলেবেলা

খেলিতে এসেছি যদি ছাড়ি তবে কেন আর,
পেয়েছি খেলনা হাতে ভাঙ্গিব চাতুরী তার ;
দেখিব কেমন সে, কত তার প্রলোভন,
কামনা-সাগরে আমি বাঁধিব ত্যাগের ভেলা ॥

[লক্ষ্মীকে লইয়া প্রস্থান।

বিন্ধ্যা। জানি না, কোনো অপরাধ হবে কি না ? মেয়েটার লঘু-গুরু জ্ঞান নাই

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দৈত্যপুরী

বিরোচন।

বিরোচন। জিতেছি—জিতেছি বাবা ! শুধু আমার বলি একা জেতে নাই, দু' বাপ বেটাতে দু'টো লড়ায়েই জিতেছি। তবে বলির যুদ্ধ—ও যেমন ছেলেমানুষ, তেম্‌নি ছেলেমানুষী যুদ্ধ। তবে আমার এটায় বাহবার কথা আছে, থাকাও তো উচিৎ ; যেহেতু আমি তার বাবা। উঃ—কি তুমুল যুদ্ধ ! কি দুর্দ্ধর্ষ শত্রু ! কি তাদের লড়াইয়ের কায়দা ! ভ্রম—কি ভীষণ জন্তু বাবা ! জয়ন্ত কি তার কাছে ? বিচারের শেলে তার বুক ভেঙ্গে দিয়ে আমার বৈরাগ্য-পৌত্রকে বাঁচিয়েছি। মোহ —কি দুর্দ্ধর্ষ সৃষ্টি ! অমন সহস্র বজ্রধর 'ইন্দ্র তার পোষা পায়রা। সাধনার বালি-বাণে তার চোখ কাণা ক'রে আমার বিবেক-পুত্রকে

আবার খাড়া করেছি। কাম—এ আবার কি দোর্দ্দণ্ড ষণ্ডপ্রকৃতি শত্রু বাবা! হেরেও হারে না, কাল তো তার কাছে অকাল; তারও মাথায় সংযমের গদা মেরে রক্তারক্তি ক'রে আমার জ্ঞানরূপ বৃদ্ধ পিতায় অভয় দিয়েছি। আর কি! এখন তো আমি সবটা রাজ্যের রাজা! ওঃ—কি লড়াই-ই কর্‌লুম! কি জিতটাই জিতলুম!

বিশ্বাসের প্রবেশ

বিশ্বাস। শুনেছ বিরোচন, বলি এ যুদ্ধে জয়লাভ করেছে?

বিরোচন। তুমিও শুনেছ গুরু, বিরোচনও সে যুদ্ধে জয়ী হয়েছে?

বিশ্বাস। বল কি বীর! জয়ী হয়েছ?

বিরোচন। দেখ্‌তে পাচ্ছ না আমার সমস্ত হৃদয়-রাজ্য জুড়ে আনন্দে বিজয়-নিশান তর্‌ তর্‌ ক'রে ঢেউ খেলে বেড়াচ্ছে!

বিশ্বাস। দেখ্‌ছি; কিন্তু কৈ বিরোচন! তার নিদর্শন কৈ? তোমার সেই অজেয় সংগ্রামের বিজয়-চিহ্ন কৈ? দেখ্‌লুম, বলি এ দুর্জ্জয়-সংগ্রাম জয় ক'রে জগদারাধ্যা লক্ষ্মীকে লাভ করেছে; তুমি কি কর্‌লে জয়ী?

বিরোচন। আমি আর কি কর্‌বো গুরু! বলি এ সমর সমুদ্র মথিত ক'রে লাভ করেছে জগদারাধ্যা লক্ষ্মীকে, আমি সে মহাসংগ্রামে সকল বিঘ্ন নীরব ক'রে জাগিয়ে তুলেছি জগদারাধনায় অজ্ঞেয় অতুলনা ভক্তিকে।

বিশ্বাস। দেখাও!

বিরোচন। মা! মা!

ধীরে ধীরে ভক্তির আবির্ভাব।

বিরোচন। ঐ দেখ গুরু! আঁধারের ঘন স্তর অঞ্চলে সরিয়ে দিয়ে উদাসিনী উষার মত কি মধুর ধীর আগমন!

বিশ্বাস। সুন্দর!

বিরোচন। কি হেমন্ত প্রকৃতির সুষমাময় প্রভাত-চিত্র!

বিশ্বাস। চমৎকার!

বিরোচন। কি অননুভূত মাতৃ-মহিমার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত!

বিশ্বাস। মধুর!

[ভক্তি আসিয়া বিরোচনের হাত ধরিল।]

বিরোচন। দেখ গুরু! বলি তার লক্ষ্মীকে বলে অনুগামিনী করেছে, আমায় অধিকৃতা আপনা হ'তে হাত বাড়িয়ে আমায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

বিশ্বাস। তোমার জয়ই জয়, তোমার লাভই লাভ, তোমার বীরত্বই ব্যাখ্যার। এ জয়ে পরাজয় নাই, এ লাভে ক্ষতি নাই, এ বীরত্বে হিংসা নাই, কেবল এক অনাদি অনন্তের অজ্ঞেয় তত্ব।

[অন্তর্দ্ধান।

বিরোচন। বলি তার বিজয়লব্ধা লক্ষ্মীর পূজা করেছে, আমিও তোমার পূজা কর্‌বো মা!

ভক্তি। আজও তোমার ভ্রম গেল না বিরোচন! জগতে একজন ছাড়া আর কারো পূজা নাই! আমার পূজা কর্‌তে হবে না প্রাণাধিক্! আমায় দিয়ে তাঁর পূজা কর।

বিরোচন। তাঁর পূজা! তিনি বিরাট, আমি ক্ষুদ্র; তিনি মহান্, আমি তুচ্ছ; তিনি অসীম, আমি সঙ্কীর্ণ; কি ক'রে তাঁর পূজা করবো মা?

ভক্তি। বিরাটকে নিজের মত ক্ষুদ্র ক'রে নাও, মহান্‌কে সম্মুখে রাখ্‌বার মত সঙ্কুচিত কর, অসীমকে গণ্ডীর মধ্যে এনে ফেল। পূজা কর বিরোচন এই মূর্ত্তির; এই সেই মহা-নিরাকারের সাকার কল্পনা। [নারায়ণ-মূর্ত্তি দিলেন।]

বিরোচন। সুন্দর নবজলধর শ্যাম মূর্ত্তি! সর্ব্ব কল্পনার চরম উৎকর্ষ!

বল মা! কি মন্ত্রে এ মূর্ত্তির উপাসনা করবো? কি উপচারে এ বিগ্রহের পূজা দেবো? কোন্ ধ্যানে এ অচেতনে জাগাবো?

গীতকণ্ঠে বিশ্বাসের পুনঃ প্রবেশ।

বিশ্বাস।—

জাগাবে যদি এ অচেতনে।
নিজে জাগ তুমি ঘুমের সেবক, নিদ্রিত রাখি ইন্দ্রিয়গণে॥
ছন্দ স্তোত্র মুখেও এনো না, বাড়াবে তর্ক বাধাবে গোল,
এ পূজার নাই অন্য মন্ত্র,মন্ত্র শুধুই 'হরিবোল',
কুঞ্চিত জিহ্বা করি বিলোল জপ এ মন্ত্র আপন মনে॥

[অন্তর্দ্ধান।

ভক্তি। বেশ মন্ত্র! চমৎকার উপচার! বাহবা ধ্যান! তবে পূজা আরম্ভ কর বিরোচন। [অন্তর্দ্ধান।

তর্কের আবির্ভাব।

গীত

তর্ক — এই বুঝি ঘট্‌লো শেষে?
ঘুরে ঘুরে পুতুলপূজো, বুঝেছি লেগেছে দিশে

মীমাংসার আবির্ভাব।

মীমাংসা।— এই তো জীবের ওঠার সিঁড়ি,
এতেই যাবে সোনার দেশে।

তর্ক। ওতে আছে কি?

মীমাংসা — ওতে নাই কি?

তর্ক।— পরিপাটী ভেক্কি তোমার মধু ফেলে পাথর চোষে ;

মীমাংসা।— এ পাথর যে তৈরী বঁধু জগৎখানার সার রসে ॥

[উভয়ের অন্তর্দ্ধান।

বিরোচন। আবার সেই মেঘ। এখনও সেই ঘন ঘন বিদ্যুচ্ছটা! বুঝি আবার পথ ভোলালে! মা! মা! কৈ তুমি? তোমায় যে চোখে দেখ্‌তে পাচ্ছি না। বড় অন্ধকার! যদিও মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, কিন্তু বিদ্যুতের ক্ষণিক বিকাশের পরিণামও যে ঘোর অন্ধকার! জিজ্ঞাসা করি মা—

বিশ্বাসের আবির্ভাব।

বিশ্বাস। কিছু জিজ্ঞাসা ক'রো না ভাই! তর্ক ছাড়, বিশ্বাস নাও, ভক্তির পথে চ'লে যাও।

বিরোচন। গুরু! গুরু! তুমি প্রতিনিয়তই অন্তরে আছ, তবু এগুলো আবার আসে কোথা হ'তে?

বিশ্বাস। ওগুলোর বাসাও যে ঐখানেই; হাসির পাশেই কান্না, প্রশংসার পাশেই ঘৃণা, আলোর পাশেই অন্ধকার।

বিরোচন। ও! না গুরু, আর ওদিকে চোখ দেবো না; আমি পূজা শেষ করি!

ভক্তির আবির্ভাব।

ভক্তি। আর পূজায় প্রয়োজন নাই বিরোচন! পূজায় তোমার উপাস্যদেব তুষ্ট হয়েছেন।

বিরোচন। তা হ'লে এইবার আমি বর চাই?

বিশ্বাস। বর?

বিরোচন। বলি লক্ষ্মীর প্রসাদে অশ্বমেধ-যজ্ঞে ব্রতী হ'য়ে দান কর্‌ছে, আমারও উপাস্য তুষ্ট, আমিও একটা কিছু কর্‌বো না গুরু ?

বিশ্বাস। যজ্ঞ কর্‌বে ? তা কর। তবে ও অশ্বমেধ তোমার তো সাজে না ভাই ! যেমন যুদ্ধ কর্‌লে, সেই রকম যজ্ঞ কর ; অশ্ব হ'তেও যা দ্রুতগামী, তুমি তাই ছাড়।

বিরোচন। অশ্ব হ'তে দ্রুতগামী কে ?

বিশ্বাস। মন ; তুমি মনোমেধ-যজ্ঞ কর বিরোচন !

বিরোচন। ঠিক্ ; তবে গুরু ! বলির অশ্ব স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, ত্রিভুবন ভ্রমণ কর্‌ছে ; আমি কোন্ দিকে অশ্ব ছাড়্‌বো ?

বিশ্বাস। তুমি অশ্ব ছাড় ঐশ্বর্য্যের সৃষ্টি দিয়ে, রমণী-রূপের ভিতর দিয়ে, জগতের যত আসক্তি-রাজ্য কাঁপিযে দিয়ে।

বিরোচন। তারপর ?

বিশ্বাস। তারপর অশ্ব যদি কোথাও ধৃত হয, যুদ্ধ কর—আসক্তিকে জয় ক'রে মনের উদ্ধার কর ; তারপর সেই অনাসক্ত মন ভগবৎপদে উৎসর্গ ক'রে তোমার মনোমেধ-যজ্ঞ সমাধা কর। কোন ভয় নাই, আমি এ যজ্ঞের পৌরহিত্য নিলাম।

[অন্তর্দ্ধান।

ভক্তি। আর বলি দান কর্‌ছে অর্থ, তুমি জগতে বিতরণ কর প্রেম ; কোন চিন্তা নাই, আমি ভাণ্ডারে রইলাম।

[অন্তর্দ্ধান।

বিরোচন। তবে উন্মুক্ত হও তুমি হৃদয়-ভাণ্ডার ! জগত বড় দীন, বড় কাঙ্গাল। জল তুমি জ্ঞান-যজ্ঞ-বহ্নি, ত্রিতাপ তোমার আহুতি। ছোটো তুমি নৃত্যভঙ্গে মন মত্ত উচ্চৈঃশ্রবা ! কাম-রাজত্ব বড় গর্ব্বিত।

[প্রস্থানোদ্যোগ]

পুষ্পের প্রবেশ।

পুষ্প। দাদামশায় !

বিরোচন। স'রে যা—স'রে যা নাতনি ! আমার ঘোড়া ছুটেছে।

পুষ্প। এঁ্যা ! ঘোড়া ছুটেছে কি ? কৈ ?

বিরোচন। বুঝ্‌তে পারিস্ নাই ? তোর বাবা অশ্বমেধ-যজ্ঞ করছে না ? দেখাদেখি আমিও মনোমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করেছি। আমার সেই মন-ঘোড়া জগতের যত লালসার রাজ্য দিয়ে ডঙ্কা মেরে ছুটেছে। স'রে যা ভাই ! তোর ও ধ্বজাওড়ানো রূপ-রাজ্যখানা দেখ্‌লে আগে ঐ দিকেই ধাওয়া কর্‌বে, আমি রুখ্‌তে পার্‌বো না। কেন অনর্থক একটা কাণ্ড বাধাস্ ?

পুষ্প। অমন কাজও কর্‌বেন না দাদামশায় ! এ দিকে ঘেঁস্‌তে গেলে আপনার ঘোড়া ধরা পড়্‌বে।

বিরোচন। এ যে সে ঘোড়া নয় নাতনি ! এ ঘোড়া সদাই পীঠ-পা তোলে, চাট মারে, কামড়াতে যায়।

পুষ্প। যে ঘোড়াই হোক্, বশ ক'রে নেবার আমার চাবুক আছে।

বিরোচন। এঁ্যা ! বলিস্ কি ?

পুষ্প। হ্যাঁ দাদামশায় ! ছাড়ুন না ! আমার ঘোড়ায় চাপ্‌বার বড় সখ হয়েছে।

বিরোচন। তা হবে বৈ কি, সময় তো হয়েছে ! তা যা, এদিকে আর তাকাস্ নি ভাই ! তোর বাবাকে ব'লে তোর মনের মত একটা নধর রঙ্গিন টাট্টু শীগ্‌গির আনিয়ে দেওয়াবো।

পুষ্প। না দাদামশায় ! আমি সে হাত-পা-ওয়ালা ঘোড়া নেবো না ; আমি এই রকম এক নিরাকার ঘোড়া চাই,যাকে বশ ক'রে আনন্দ আছে।

বিরোচন। ঐ সাকারই ও তুফানে পড়লে দিন কতকের মধ্যে গ'লে নিরাকার হ'য়ে যাবে দেখ্‌তে পাবি ; যা এখন, আর ঝঞ্ঝাট বাড়াস্‌ নি।

পুষ্প। তা অত বিরক্ত হ'চ্ছেন যখন, যাচ্ছি ! তবে—

বিরোচন। তবে আবার কি ?

পুষ্প। এলুম আপনার কাছে, নেহাৎ শুধুহাতে ফিরে যাবো? আপনার ঐ পুতুলটাই দিন্‌ না !

বিরোচন। আচ্ছা মেয়ের পাল্লায় পড়লুম যে গা ! ঘোড়া গেল তো পুতুল দাও ! সব বিষয়েই ছেলেমি ! দেখ্‌ পুষ্প ! এখনও কি তোর পুতুলখেলার সময় আছে ভাই ?

পুষ্প। বাঃ ! আপনি আমার ঠাকুরদাদা, আপনি পুতুল খেল্‌ছেন, আর আমার সময় গেছে ? ও মা ! এই আমি চল্‌লুম, মাকে বলিগে— দাদামশায় আমায় গাল দিলেন। [কৃত্রিম অভিমানে কয়েক পদ অগ্রসর হইল।]

বিরোচন। আরে শোন্‌—শোন্‌ ; ও নাতনি ! চটিস্‌ কেন ? বলি, এ পুতুলটী নিয়ে তুই কি কর্‌বি বল্‌ দেখি ?

পুষ্প। বাবা আমায় একটী পুতুল দিয়েছেন, ও পুতুলটি পেলে বেশ হয়, তার সঙ্গে বিয়ে দিই।

বিরোচন। এই কথা ! তা হবে, তার আব কি ?

পুষ্প। হবে নয় ; এখনই—এই দণ্ডে।

বিরোচন। আরে গেল যা ! অত ব্যস্ত হ'লে চল্‌বে কেন ? বিয়ে ব'লে কথা ! আমায় পাত্রী দেখ্‌তে হবে না ? আমার এমন সোনার চাঁদ বর, যা নয় তাই একটা ক'রে বস্‌বো ?

পুষ্প। সে আর দেখ্‌তে হবে না দাদামশায় ! পাত্রীটী অবিকল দিদিমার মত।

বিরোচন। তা হ'লে আর দেখ্‌তে হবে না। নিশ্চয়ই সে জগদেক সুন্দরী—অন্ততঃ আমার চক্ষে। যা নাতনি! আমার সম্পূর্ণ মত আছে, বিয়ের যোগাড় কর্‌গে। তুই যখনই বল্‌বি, আমি বর নিয়ে তোর কুঞ্জে হাজির হবো।

পুষ্প। তা হ'লে আমি পণ্ডিতদিকে ডাকিয়ে একটা দিন স্থির ক'রে ফেলি গে।

বিরোচন। :যা—যা ; কিন্তু পাওনা-থোওনা আমি আগে ছাঁদ্‌নাতলায় বুঝে নেবো !

পুষ্প। তার জন্য আট্‌কাবে না দাদামশায়! আপনার তো ঐটুকু পেট, কতটুকুই বা ক্ষিধে?

[নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় দৃশ্য।

কুটীর।

শ্বেতাঙ্গ শর্ম্মা।

শ্বেতাঙ্গ। না—এ অন্যায় আর সয় না। আজ ব্রাহ্মণীর পিঠের চাম্‌ড়া যাবে, তার হাড় এক জায়গায় মাস এক জায়গায় কর্‌বো। ওঃ—একি কম অন্যায়! সেই কোন্ আমলে একটা ছেলে হ'য়ে গেছে, কেবল ব'সে ব'সে ভাত মার্‌ছেন, এ পর্য্যন্ত আর তার নামটি নাই! কত দান, কত যজ্ঞ হ'চ্ছে, এক একজন এক এক কাহন ছেলে নিয়ে গিয়ে

খাচ্ছে—লুটপাট্ কর্‌ছে - ঘরে আন্‌ছে। আর আমি একটা অপগণ্ড নিয়ে কি আর কর্‌বো, মনের দুঃখে তাদের ব্রাহ্মণীদের বাহবা দিতে দিতে শুধুহাতে ঘরে ফির্‌ছি। সে সব তো যা হোক্ একরকম সহ্য হয়েছিল, আজ আর রক্ষা নাই। আজ বলি রাজার যজ্ঞ। রাশি রাশি টাকা, রাশি রাশি কাপড়, রাশি রাশি চাল, মুখের কথা কইতে না কইতে! ওঃ—এ কি সহ্য হয়! আমি কি করি গো! একটী মাত্র দুধের বাছা নিয়ে আমি কোন্ দিক্ সাম্‌লাই গো! আমার মরণ হয় না কেন গো! না—আজ আর কোনমতে নিস্তার নাই। আজ তার এক দিন কি আমার এক দিন! আজ তাকে হিরণ্যকচ্ছপ বধ কর্‌বো।

কালিন্দীর প্রবেশ।

কালিন্দী। বলি, কি হয়েছে গো? বাড়ীর ভেতর ঘোড়ার মত অমন শীষ্-পা তুলে নাচ্‌চো কেন?

শ্বেতাঙ্গ। আমার নাচ্ পেয়েছে। দেখ লালের মা! রসিকতা রাখ, রাগে আমার মাথা বন্‌বন্ ক'রে ঘুরছে। যা বলি শোন; ভাল চাও তো আজ রাত্রির মধ্যে যেথা পাও, অন্ততঃ এক পণ ছেলে এনে হাজির কর।

কালিন্দী। ও মা, ছেলে কোথা পাবো গো? রোজ রোজই তোমার সেই এক কথা! ছেলে কি গাছের ফল?

শ্বেতাঙ্গ। গাছের ফল হোক্, নদীর জল হোক্, চড়ার বালি হোক্, লোকে পায় কোথা?

কালিন্দী। তা যে যেমন দিয়ে এসেছে!

শ্বেতাঙ্গ। তুমি না দিয়ে এলে কেন? যাও—এখনও বল্‌ছি, ঠাকুর-

ঘরে যাও—যা দেবার দাও, ছেলে পণটাক্ কিন্তু আজ রাত্রির মধ্যেই যোগাড় করা চাইই চাই।

কালিন্দী। ও মা! বলে কি গো! মিন্‌সের মতিচ্ছন্ন ধরেছে না কি গো! ঠাকুরঘরে যাবো! ঠাকুর তো ঠাকুর—তেত্রিশ কোটী দেবতা লাগ্‌লেও আজ রাত্রির মধ্যে কেউ দিতে পার্‌বে না।

শ্বেতাঙ্গ। আচ্ছা—আজ রাত্রির মধ্যে না পারে, ক' দিনে পার্‌বে? কখন নাগাদ্ পার্‌বে? না হয় দু'দিন সবুরই করি; যজ্ঞটা এমন কিছু আজই ফুরিয়ে যাচ্ছে না!

কালিন্দী। ন্যাকামি কর কেন? ক' দিনে—কখন নাগাদ্? ও মা, কি ঘেন্না ও গো, ঠাকুর দেবতাকে এ জন্মে দিয়ে রাখ্‌লে আর জন্মে পাওয়া যায়।

শ্বেতাঙ্গ। এঁ্যা! একটা দিন নয়, একটা মাস নয়, একটা বছর নয়, একটা জন্ম! না—আজ একটা কাণ্ড না হ'য়ে যায় না। খুনোখুনী হবে! আঃ—কি কথাই বল্‌লেন আর কি! আর জন্মে! আর এখন আমার কাজ চলে কি ক'রে?

কালিন্দী। তা আর কি কর্‌ছি! কোনো রকম ক'রে চালিয়ে নাও।

শ্বেতাঙ্গ। কোনো রকম মানে? ধার্-ধোর্ ক'রে? ছেলে হাওলাৎ? আর তাই বা দিচ্ছে কে? সবারই তো এই একটা দাঁও! আর দিলেই বা শুধ্‌ছি কিসে? তোমার তো ঐ সবেধন রামকানু!

কালিন্দী। ও আমার একাই এক লক্ষ। বংশ রক্ষে হয়েছে, এই ঢের; আবার কেন?

শ্বেতাঙ্গ। বংশ কাকে বলে জান? প্রতি বর্ষার বর্ষায় যার দশ বিশটা ফোঁড় গজায়, তাকে বলে, বংশ। তোমার অমন আফোঁড় বংশ নির্ব্বংশ যাক্।

কালিন্দী। ষাঠ! ষাঠ! বালাই! বংশ নির্ব্বংশ হ'তে গেল কেন? তুমি যাও না! ও মা, আমার দুধের বাছায় গাল? ওগো আমার কি হবে গো? আমার নেকনে কি আছে গো? [ক্রন্দন]

শ্বেতাঙ্গ। তোমার নেকনে রক্তারক্তি আছে গো,—আবার কি থাক্‌বে? নাও, এখন কান্নাকাটি রেখে দিয়ে ছেলেটাকে ডেকে দাও। লোকের দেখে আর বুক ফাটিয়ে কি ক'চ্ছ! কাজটা তো সার্‌তে হবে। তাকে নিয়েই যা পারি, নিয়ে আসি। অনেক দূর পথ, শীগ্‌গির ডেকে দাও; আমি শিখিয়ে পড়িযে ঠিক্ ক'রে নিই।

খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে লালের প্রবেশ।

লাল। [ক্রন্দন-সুরে] মা! মা! আমার পাযে কাঁটা ফুটেছে।

কালিন্দী। ওগো, মিন্‌সের কি কাল-বাক্যি গো! সঙ্গে সঙ্গে বুঝি ক'লে গেল গো!

শ্বেতাঙ্গ। এই দ' পড়িয়েছে! আদুরে গোপাল বুঝি বা এখুনি ব'লে বসে—আমি পথ চল্‌তে পার্‌বো না!

কালিন্দী। কোথায় কাঁটা ফুটেছে বাবা, দেখি!

লাল। না মা! ফুটেছিল, বেরিযে গেছে।

শ্বেতাঙ্গ। যাক্, রক্ষে পাই। দেখ্ লাল! বলি রাজার যজ্ঞ হ'চ্ছে, শুনেছিস্ তো? ভোরে উঠে আমাদের দু' বাপ-বেটাকে যেতে হবে; বামুনের ছেলে, কায়দা-টায়দা শিখেছিস্ তো?

লাল। আমি যেতে পার্‌বো না বাবা! আমার পা দেখ!

শ্বেতাঙ্গ। যা ভেবেছি তাই! এ কেবল আদর দেওয়ার ফল। দেখ লালের মা! আজ তুমি নেহাৎ বাড়াবাড়ি ক'রে তুল্‌লে দেখ্‌ছি!

কালিন্দী। ও মা! ছেলের পায়ে কাঁটা ফুটেছে, তা—

শ্বেতাঙ্গ। কেন ছেলের পায়ে কাঁটা ফোটে? দু'দিন সবুর ক'রে যজ্ঞটা সেরে এসে কাঁটা ফুটুলে চল্‌তো না? এ সব নাই দেওয়া নয়? আজ তোমার মুণ্ড দ্বিখণ্ড!

কালিন্দী। এই নাও, আমি তার কি কর্‌বো? আমার দোষ কি?

শ্বেতাঙ্গ। কেন তুমি এমন ছেলে গর্ভে ধর, কাঁটা ফোটানোর তাল বোঝে না? নাও, এখনও বল্‌ছি—ঝাড়-ফুঁক সেঁক্‌-তাপ ক'রে পা সারিয়ে দাও, যজ্ঞে যেতেই হবে।

লাল। আমি কিছুতেই যাবো না, আমার পায়ে বেদ্‌না।

শ্বেতাঙ্গ। দেখ—দেখ, বামুনের ঘরে মুখ্যু দেখ একবার! আমরাও তো বাবার ছেলে ছিলুম বাপু! কাঁটাফোটা তো কাঁটাফোটা একটা পা কোন্ দিকে উড়ে গেলেও নেমতন্ন বাদ দিই নাই।

লাল। সে যাই বল বাবা, আমি কিছুতেই যাবো না।

শ্বেতাঙ্গ। আরে বাবা, বামুনের ঘরের ছেলে, ওরকম একগুঁয়েমি করলে কি চলে? ঝুড়ি ঝুড়ি লুচি, পাহাড় পাহাড় সন্দেশ, পুকুর পুকুর ক্ষীর।

লাল। নিয়ে এস না বাবা আমার জন্যে, আমি ঘরে ব'সেই খাবো!

শ্বেতাঙ্গ। ব্যাটার ছেলের এদিকে আবদারটা দেখ একবার! আমি বাড়ী বয়ে এনে দেবো, উনি ব'সে ব'সে গিল্‌বেন!

লাল। তবে আমি খাবোও না—যাবোও না, এই খেল্‌তে চল্লুম।

ছুটিতে ছুটিতে প্রস্থান।

শ্বেতাঙ্গ। দেখ—দেখ, ব্যাটার ছেলের কাজের বেলায় কাঁটা ফুটেছে, আর দৌড়নোর রকমটা দেখ একবার!

কালিন্দী। ওরা ছেলের জাত, ওদিকে কি ওরকম কর্‌লে যায়? বুঝিয়ে সুছিয়ে নিয়ে যেতে হয়।

শ্বেতাঙ্গ। বুঝোও—শীগ্‌গির বুঝোও; যা ক'রে পার, বুঝিয়ে ঠিক্ কর, নইলে আর রক্ষা নাই! তোমার লালকে লালে লাল ক'রে ছাড়্‌বো —তোমার আদর দেওয়া ঝাঁটায় ঝাড়্‌বো—ঘরের মট্‌কায় আগুন দেবো। [প্রস্থান।

কালিন্দী। কি দুর্ম্মুখোর পাল্লায় পড়েছি! হাড়ে হাড়ে জ্বালালে! যাই দেখি, ছেলেটা আবার কোন্ দিকে গেল!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

দৈত্যরাজ-সভা।

সিংহাসনে বলি; পৃথক্ পৃথক্ আসনে প্রহ্লাদ, বাণ, ময়, দৈত্যগণ ও ব্রাহ্মণগণ আসীন।

বলি। বীরবর ময়! বাখানি তোমায়;
দান-কার্য্যে অতীব সুদক্ষ তব অনুচরগণ।
জানি তুমি সুবিশ্বাসী কর্ত্তব্যসেবক,
তাই তব করে সঁপিয়াছি হেন গুরু ভার।
বলিবার কিছু নাই তোমারে ধীমান,
তবু সাবধান! সর্ব্ব শ্রম
সমস্ত উদ্যম ব্যর্থ বিন্দুমাত্র ত্রুটি হ'লে।
ধন, রত্ন, অন্ন, বস্ত্র,
আসন, তৈজস, ভূমি, যে যাহা চাহিবে,

বাছিবে না পাত্রপাত্র—
দিবে দান অকাতরে ; মুখের বিকৃতি
আভাসেও যেন দেখা নাহি যায়।
আর এক কথা—
যজ্ঞ-অশ্ব ছাড় পুনরায় ; আবার
ঘোষবাদকগণে পাঠাও পশ্চাতে তার।
নগর, প্রান্তর, পল্লী, বন-উপবন,
পর্ব্বতকন্দর, প্রকাশ্য প্রচ্ছন্ন সর্ব্ব স্থানে
যেন তারা বলির যজ্ঞের কথা
উচ্চকণ্ঠে বিজ্ঞাপিত ক'রে
দান গ্রহণের তরে পুনঃ পুনঃ
আবাহন করে। যাও তুমি !

[মন্ত্রের প্রস্থান।

প্রহ্লাদ তোমায় দেখে আমার বড় ভয় হ'চ্ছে বলি !

বলি। কেন পিতামহ ?

প্রহ্লাদ। এ দানে ক্রমশঃই তোমার একটা মত্ততা আস্‌ছে দেখ্‌ছি। তোমার নিষ্কলঙ্ক উজ্জ্বল ললাটে আসক্তির কালিমা টের পাচ্ছি। তোমার, অনুরাগরঞ্জিত অধরোষ্ঠে যেন একটা দর্পের স্ফীতি অনুভব কর্‌ছি। বড় ভয় হ'চ্ছে রাজা !

বলি। কোন ভয় নাই পিতামহ ! এ যদি মত্ততা হয় এ বড় মধুর মত্ততা ; এ যদি আসক্তি হয়, এই আসক্তিই নিবৃত্তির সোপান ; এ যদি দর্প হয়, তা হ'লে এ দর্প চূর্ণ কর্‌তে সেই দর্পহারীকে অবতীর্ণ হতে হবে।

প্রহ্লাদ। না বলি ! এর পরিণাম আমার বেশ শুভ ব'লে বোধ

হ'চ্ছে না ভাই! তোমার মুখ দেখে আমার বুক কেঁপে উঠ্‌ছে! তোমার এই অস্বাভাবিক দানে আমার প্রাণে প্রফুল্লতা আস্‌ছে না, অজ্ঞাত অশুভ কল্পনায় তাকে কাঁদিয়ে দিচ্ছে! এতটা যে ঘটবে, তা আমি ভাব্‌তে পারি নাই, তা হ'লে যজ্ঞে ব্রতী হবার পূর্ব্বেই তোমায় বাধা দিতাম। এখনও সাবধান হও, এ পথ হ'তে ফের—এ যজ্ঞের এই-খানেই শেষ কর।

বলি। আর তা হয় না পিতামহ! বহুদূরে এসে পড়েছি।

শশব্যস্ত শুক্রাচার্য্যের প্রবেশ।

শুক্রাচার্য্য। বলি—বলি! একটা বড় গুরুতর সংবাদ নিয়ে আস্‌ছি।

বলি। কি সংবাদ গুরুদেব?

শুক্রাচার্য্য। দেবমাতা অদিতি গর্ভবতী; আর প্রসবকাল উত্তীর্ণ, তবু সে প্রসব হ'তে পার্‌ছে না। কারণ জানলুম, তার গর্ভস্থ সন্তানের ভার পৃথিবী সহ্য কর্‌তে পার্‌বে না, প্রসবের সঙ্গে সঙ্গেই প্রলয় হবে। তবে সন্তান ভূমিষ্ট হবার সময় যদি কেউ পৃথিবীর ভার ধারণ কর্‌তে পারে, তা হ'লে আর কোনো আশঙ্কা নাই; তাই অদিতি লোক খুঁজ্‌ছে। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল সকল স্থান অনুসন্ধান করেছে, কিন্তু এ অসম-সাহসিকতায় হাত দিতে কেউ স্বীকার করে নাই; এইবার সে তোমার কাছে আস্‌ছে। তোমার শক্তি আছে, কিন্তু সাবধান! কদাচ তাকে এ ভিক্ষা দিও না। সর্ব্বনাশ হবে—দৈত্যবংশ ছারখার যাবে। [প্রস্থানোদ্যত]

বলি। গুরু!

শুক্রাচার্য্য। [ফিরিয়া] সাবধান! [পুনঃ প্রস্থানোদ্যত]

বলি। আমি যে দান-ব্রতে ব্রতী গুরু!

শুক্রাচার্য্য। তবু সাবধান! [প্রস্থান।

প্রহ্লাদ। বলি! বলি! বুঝ্‌তে তো পার্‌ছো ভাই! এখনও নিরস্ত হও।

বলি। তা হয় না পিতামহ? আমার দান-যজ্ঞ অসম্পূর্ণ রাখ্‌তে পার্‌বো না। আমার পার্থিব স্বার্থের দিকে চেয়ে অমঙ্গলের আশঙ্কা ক'রে প্রার্থীকে বিমুখ কর্‌তে পার্‌বো না। এস প্রার্থী,—এস দানপ্রত্যাশী! বলির দান গ্রহণ ক'রে তাকে ধন্য কর।

অদিতির প্রবেশ।

অদিতি। তোমার জয় হোক্ বৎস বলি!

বলি। অযাচিত মাতৃ-আশীর্ব্বাদ মাথা পেতে গ্রহণ কর্‌লাম মা!

অদিতি। সন্তানের মত গ্রহণ কর্‌লে বটে, কিন্তু আজিকার এ আশীর্ব্বাদটা ঠিক্ মাতৃ-আশীর্ব্বাদের মত নয় বাবা! আজ এ একটা বিনিময় চায়।

বলি। বিনিময়? না মা, সন্তানের কাছে মায়ের প্রার্থনা যে বিনিময় নয়, সেও একপ্রকার অনুগ্রহ,—সকলের ভাগ্যে তা ঘটে না।

অদিতি। বলি! তুমি দিতিবংশধর, না তোমার উৎপত্তি আমারই মর্ম্মের রক্তবিন্দু হ'তে?

বলি। না মা, আমি দিতিবংশধর, তুমি আমার বিমাতা। তা যদি না হবে, তবে আমি বর্ত্তমান থাক্‌তে আমার মা একটু সাহায্য ভিক্ষার জন্য জগতের দ্বারস্থ কেন? বিমাতা আবার কিসে দেখায় মা?

অদিতি। পাগল ছেলে! আমি কি সেই জন্য আসি নাই? না বাবা! আমি আসি নাই—আমার প্রার্থনাটা বড়ই সমস্যার কি না! তুমি কল্পতরু—দান-ব্রতে ব্রতী; তাই ভয় হ'লো, যদি পূর্ণ করতে না পার, তোমার ব্রতভঙ্গ হবে যে বাবা!

বলি। ক্ষমা কর মা! অভিমানে আমি অন্ধ হ'য়ে পড়েছিলাম। যাও মা, আশ্রমে যাও—নিশ্চিন্ত হ'য়ে যাও,—আমি ধরা-ধারণের—

লক্ষ্মীর প্রবেশ।

লক্ষ্মী। ভার নিয়ো না বলি!

বলি। কেন মা?

লক্ষ্মী। এর ভিতর ভীষণ রহস্য!

বলি। ভিতরে যা আছে—আছে, অত দেখ্‌বার কি দরকার মা?

লক্ষ্মী। কি বল্‌ছো তুমি পাগলের মত নিজের সর্ব্বনাশের দিকে লক্ষ্য না ক'রে?

বলি। তা ব'লে আমি ব্রতভঙ্গ কর্‌বো মা? তুমি কি বল্‌ছো পাগলিনীর মত?

লক্ষ্মী। আমি যা বল্‌ছি, ঠিক্ বল্‌ছি; দৈত্যবংশের মঙ্গলের জন্য বল্‌ছি—ঠিক মায়ের মতই বল্‌ছি।

বলি। মায়ের মত যে বল্‌ছো, এটা ঠিক্; তবে কি না, ওটা তোমার সাধারণের মায়ের মত বলা হ'চ্ছে, ঠিক্ বলির মায়ের মত বলা হয় নাই।

লক্ষ্মী। বুঝেছি বলি! এ আমার অরণ্যে রোদন। তোমায় বড় ভালবাসি, তাই আমার এত ব্যাকুলতা। শেষ কথা ব'লে যাই, তারপর যা কর্ত্তব্য হয় কর। বলি! তোমার দর্প চূর্ণ কর্‌তে, দর্পহারী নারায়ণ অংশরূপে এই গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন। [প্রস্থানোদ্যোগ]

অদিতি। মা! মা! এ কি সত্য?

লক্ষ্মী। তা নইলে পৃথিবী কাঁপে আর কার ভার নিতে মা?

[প্রস্থান।

অদিতি। বলির দর্প চূর্ণ কর্‌তে আমার গর্ভে নারায়ণ? পুত্রের সর্ব্বনাশ কর্‌তে মায়ের আশ্রয়ে কাল? বলি! বলি! এ কথা আমি স্বপ্নেও জানতুম না বাবা!

বলি। জান্‌লেই বা কি কর্‌তে মা?

অদিতি। কি কর্‌তুম? এরূপভাবে পৃথিবী ভ্রমণ কর্‌তুম না, নিজেই এর একটা বিহিত কর্‌তুম; আর কর্‌বোও তাই। বলি! আর তোমায় পৃথিবীর ভার ধর্‌তে হবে না বাবা! আর আমি ও পথে যাবো না—মা হ'য়ে এ কলঙ্ক নেবো না—পুত্রের জন্ম পুত্রঘাতিনী হবো না।

বলি। কি কর্‌বে মা? গর্ভস্থ শিশুকে নষ্ট কর্‌বে?

অদিতি। না বাবা! নারায়ণ না হ'লেও তোরা আমার যে বস্তু, সেও যে তাই! নষ্ট কর্‌তে পারবো না, তবে একটা কাজ কর্‌তে পার্‌বো। আমি পরম যোগী কশ্যপের সহধর্ম্মিণী, তাঁর চরণ সেবা ক'রে আমার দেহেও কিছু কিছু যোগশক্তির সঞ্চার হয়েছে; আমি সেই বলে গর্ভস্থ শিশুকে আজীবন এই ভাবেই রেখে দেবো, আর তাকে এ জন্মে ভূমিষ্ট হ'তে দেবো না। [প্রস্থানোদ্যোগ]

অনুহ্লাদের প্রবেশ।

অনুহ্লাদ। তোমার গর্ভে নারায়ণ আছে না দেবমাতা? আমি একবার নারায়ণ দেখ্‌বো—[অদিতির উদরে পদাঘাত] কৈ নারায়ণ— [পদাঘাত] কোথা নারায়ণ?

প্রহ্লাদ। দাদা! দাদা! [অনুহ্লাদকে ধরিয়া ফেলিলেন।]

অদিতি। ওঃ! [মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।]

[বলি ক্ষিপ্রহস্তে অদিতিকে ধরিয়া শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন।]

পরিচারিকাসহ দ্রুতপদে বিন্ধ্যার প্রবেশ।

বিন্ধ্যা। মা! মা! কি সর্ব্বনাশ!

[বিন্ধ্যা অদিতির মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন ও পরিচারিকাকে জল আনিতে ইঙ্গিত করিলে পরিচারিকা দ্রুতপদে চলিয়া গিয়া জল লইয়া আসিয়া বিন্ধ্যার হাতে ভৃঙ্গার দিল]

বলি। বিন্ধ্যা! জল দাও—[বিন্ধ্যার হাত হইতে ভৃঙ্গার লইয়া অদিতির মুখে চোখে জল ছিটাইতে লাগিলেন।] বিন্ধ্যা! বাতাস কর—বাতাস কর। [উভয়ে শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।]

বাণ। [রোষকষায়িত নেত্রে] জ্যেষ্ঠতাত!

বলি। [বাধা দিয়া] এখন সে সময় নয় বাণ! এখন তোরা সবাই মিলে আমার মায়ের শুশ্রূষা কর্—আমার মাকে বাঁচা—আমায় এ কলঙ্ক হ'তে রক্ষা কর্।

অদিতি। [সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া] না বাবা! আর আমার শুশ্রূষা কর্‌তে হবে না, আমি সুস্থ হয়েছি। আমার কি হয়েছিল—তোরা সবাই মিলে আমায় ঘিরে ব'সে মরা-কান্না কাঁদছিস্? এ রকম আমার হ'য়ে থাকে। এ কে? বৌমা! আমার জন্য তুমিও এখানে এসেছ মা! ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ! যাও মা, অন্তঃপুরে যাও। বলি! মাথা হেঁট ক'রে কেন বাবা? কলঙ্কের ভয়ে? কলঙ্ক কিসের? ওরে, মায়ের বুকে লাথি মারা ছেলের স্বভাবসিদ্ধ; জগতশুদ্ধ এক হ'লেও মা কখনও ছেলের কলঙ্ক দেখে না; বরং যে ছেলে যত দুরন্ত, মায়ের তার উপর তত টান। বলি! চল্লুম বাবা! বেঁচে থাক, সৃষ্টির ললাটে তোমার নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা থাক্। অনুহ্লাদ! বাবা! এর জন্য তুমি কিছুমাত্র অনুতাপ ক'রো না, তোমার মঙ্গল হোক্। [প্রস্থানোদ্যোগ]

বিন্ধ্যা। কোথা যাবে মা ? অন্তঃপুরে চল, তোমার শুশ্রূষা ক'রে আমার আশা মেটে নাই।

অদিতি। খুব হয়েছে মা ! খুব হয়েছে ; তুমি মা আমার সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী। তোমার পুত্র দীর্ঘজীবি হোক্, তোমার সিঁথির সিন্দুর অক্ষয় হোক্। যাও মা ! আমি আর অন্তঃপুরে যাবো না, আমার শরীর বড় অবসন্ন।

বলি। বাণ ! শীঘ্র রথ প্রস্তুত ক'রে দাও গে। রাণী ! তুমি মায়ের সঙ্গে আশ্রম পর্য্যন্ত যাও।

[অদিতিসহ বাণ, বিন্ধ্যা ও পরিচারিকার প্রস্থান।

বলি। [অনুহ্রাদের প্রতি] পিতামহ ! আমার দুর্ভাগ্য যে এখনও আপনাকে পিতামহ ব'লে সম্বোধন কর্ত্তে হ'চ্ছে।

অনুহ্রাদ। না কর্লেই তো পার !

বলি। যাক্, আজ আপনাকে রাজদণ্ড নিতে হবে !

অনুহ্রাদ। কি অপরাধে আমায় রাজদণ্ড নিতে হবে রাজা ?

বলি। কি অপরাধে ? আশ্চর্য্য !

অনুহ্রাদ। তাতে আর আশ্চর্য্য কি ? তুমি যেটায় অপরাধ ব'লে ভাব্ছো, আমি দেখ্ছি আমার তাতে কোন অন্যায় নাই।

বলি। পিতামহ ! আপনি অনেক পাপ করেছেন, কিন্তু তাতে আপনার ক্ষমতার তত পরিচয় নাই ; আপনার সেরা ক্ষমতা এই, অন্যায় ক'রেও নিজের মনকে ন্যায় ব'লে বুঝিয়ে ফেল্‌তে পারেন।

অনুহ্রাদ। আমি কি অন্যায় করেছি রাজা ? নারায়ণ দর্শন কর্ত্তে লোকে কত কি ক'রে, আমিও না হয় সেই রকম একটা করেছি—এই তো ?

বলি। নারায়ণ-দর্শন ?

অনুহ্রাদ। হাঁ রাজা, নারায়ণ-দর্শন! পিতৃহন্তার সাক্ষাৎ—আমার জন্মব্যাপী উদ্দেশ্য।

বলি। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ কর্‌বার তো অনেক পথ প'ড়ে রয়েছে, দেবমাতার প্রতি এ নিগ্রহ কেন?

অনুহ্রাদ। শুন্‌লাম, তার গর্ভে নারায়ণ আছে—তাই।

বলি। তাই আপনি তাঁর গর্ভে পদাঘাত কর্‌লেন? ওঃ, আপনার ধারণা—এই পৈশাচিক উপায়ে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ কর্‌বেন?

অনুহ্রাদ। নিশ্চয়। জগতের কত মহাপুরুষ অসংখ্য উপায়ের আবিষ্কার ক'রে চির-স্মরণীয় হ'য়ে গেছেন; হিংসা হ'লো আমি কি সৃষ্টির কেউ নই? তাই প্রতিহিংসার প্রস্তর দিয়ে প্রতিজ্ঞাব গাঁথনি ক'রে শক্তির দক্ষতায় এই অভিনব পথের আবিষ্কার করেছি তোমার ঐ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারেরই জন্য—নিজের একটি কল্পান্তস্থায়ী কীর্তি রাখ্‌বার জন্য।

বলি। এই পথে ব্রহ্মসাক্ষাৎ? এ বিশ্বাস আপনাকে কে দিলে পিতামহ?

অনুহ্রাদ। আমাব পিতা দিয়ে গেছেন, আর কে দেবেন! কার কথাই বা আমি নিই? বলি! স্তম্ভমধ্যে নারায়ণ আছে শুনে আমার পিতা মুষ্ট্যাঘাত করেছিলেন, তদ্দণ্ডেই নারায়ণের আবির্ভাব হয়েছিল; আর গর্ভমধ্যে নারায়ণ আছে জেনে তার পুত্র পদাঘাত কর্‌লে, নারায়ণ থাক্‌লে সঙ্গে সঙ্গে তাকে বেরিয়ে আস্‌তে হ'তো না?

বলি। ও—বুঝেছি পিতামহ! আপনার নারায়ণ দর্শনের বড় সাধ, বড় আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু দেখ্‌ছি সে সাধ আপনার ইহলোকে পূর্ণ হবার নয়, আপনাকে পরলোক যেতে হবে। লোকে পুত্র পৌত্রের কামনা করে সেই দুর্গম পথে সাহায্য কর্‌বার জন্য; আমি আপনাকে পর-লোকে পাঠাবো পিতামহ! মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হোন্।

অনুহ্রাদ। হিরণ্যকশিপুর পুত্র মৃত্যুর জন্য কখনও অপ্রস্তুত নয়। এই আমি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছি, যা করবে কর।

বলি। উত্তম! [ভল্ল ধরিলেন।]

প্রহ্লাদ। বলি! বলি!

অনুহ্রাদ। প্রহ্লাদ! আমি আমার মৃত্যু-দণ্ডে বিন্দুমাত্র কাতর নই; কিন্তু তুমি হিরণ্যকশিপুর পুত্র—আমার ভাই, তুমি একটা অপগণ্ড বালকের সম্মুখে আমারই প্রাণভিক্ষার জন্য কাতরতা জানাচ্ছ, এ দৃশ্য আমি দেখ্‌তে পারছি না ভাই!

প্রহ্লাদ। দাদা!

অনুহ্রাদ। চুপ্‌! সৃষ্টির ওলোট্‌-পালোটে আমার কিছু করতে পারে না, কেবল তোমার ছল্‌ছল্‌ একটি দৃষ্টিতে আমায় টলিয়ে দেয়; তুমি স্থির হও। এস বলি! এই আমি মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়েছি, যা করবে কর।

বলি। পিতামহ! আমার হাতে আপনার এ দশা, এ আশ্চর্য্য—প্রকৃতির সম্পূর্ণ নীতিবিরুদ্ধ—এ কারও কল্পনায় আসে না; কিন্তু কি করবো—উপায় নাই! এর পর আপনার স্মৃতি-ছবির পদতলে দু'বেলা অশ্রু ঢেলে পূজা করবো। এখন এই কর্ত্তব্য—[ভল্লনিক্ষেপে উদ্যত]

দ্রুতপদে ভয়ত্রাস্তা পৃথিবীর প্রবেশ।

পৃথিবী। রক্ষা কর রাজা! রক্ষা কর! অদিতির প্রসবকাল উপস্থিত। আমি পৃথিবী—বড় বিপন্না, আমার রক্ষা কর!

বলি। প্রসবকাল উপস্থিত?

পৃথিবী। হাঁ রাজা! আমারই জন্য সে এতদিন গর্ভস্থ শিশুকে ভূমিষ্ঠ হ'তে দেয় নাই—যোগবলে ধারণ ক'রে রেখেছিল, কিন্তু পদাহতা

হ'য়ে আর তার সে শক্তি নাই। রক্ষা কর রাজা! রক্ষা কর আমায়,- নতুবা প্রলয় হয়।

বলি। নির্ভয়! আমি তোমায় ধর্‌বো পৃথিবী! আমার শক্তিতে নয়, সেই সর্ব্বশক্তিমানের ইচ্ছায় তুমি অনন্যমনে তাঁর ধ্যান কর। পিতামহ! আমরা আত্মনির্ভরশীল দৈত্যজাতি—নিরস্ত্র শত্রুর হাতে অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করি, আর আমারই জন্য ভূভারহারী ভূতলে নাম্‌ছেন, তাঁর একটা বাধা সরিয়ে দেবো না? যাও পৃথিবী! আমার এই উদ্যত অস্ত্র আজ তোমার রক্ষার্থেই নিয়োজিত হোক্' [ভল্লত্যাগ]

[শরাগ্রভাগে পৃথিবী শূন্যে উঠিতেছিল; অন্তরীক্ষ হইতে
সদ্যপ্রসূত শিশুকোলে মায়ার আবির্ভাব। শূন্যে
দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি হইতেছিল।]

মায়া। ধর পৃথিবী! আজ তোমায় এক অমূল্য রত্ন উপহার দিলাম। [পৃথিবীর ক্রোড়ে শিশুকে অর্পণ।]

নেপথ্যে বিশ্ববাসী গাহিল।

বিশ্ববাসী।—

গীত।

তব চরণ প্রান্তে ত্রিবেণী তীর্থ মুক্ত জগৎ করিয়া স্নান।
অমৃত তব-নাম অনন্ত সে অমর যে করেছে পান॥
বক্ষে তোমার জগতলক্ষ্মী পরমা প্রকৃতি হ্লাদিনী,
বাহুতে শক্তি, কণ্ঠে বেদ, রসনায় বীণাবাদিনী,
বদনে বিশ্ব, নাসায় বায়ু, অধরে তৃপ্তি ললাটে আয়ুঃ,
চক্ষে তোমার চন্দ্র সূর্য্য, শান্তি তোমাতে হে ভগবান!

[নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

গ্রাম্য পথ।

নারদ গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল।

নারদ।—

গীত।

চল বামন-রূপ দর্শনে।
চল চঞ্চলপদে চরণপ্রান্তে চিত্ত-তুলসী বর্ষণে॥
হৃদয়ের প্রতি পরতে পরতে প্রীতির পুষ্প ফুটায়ে নাও,
তৃষিত মরুভূ-শুষ্ক নয়নে জাহ্নবীবেগে ছুটায়ে দাও—
ধর করে সেবা-চন্দন, বল জয় জগবন্দন,
চল অনিত্য বিস্মরি চিদানন্দ চিত্তাকর্ষণে॥

[প্রস্থান

ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ।

কয়েকজন ব্রাহ্মণ। চল—চল, বেলা হ'য়ে গেল অনেক, চল—চল!

অপর ব্যক্তি! একটু আস্তে চল না ভাই, আমিও তো যাবো! [খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে যাইতেছিল।]

অন্য ব্যক্তি! [তোতলার স্বরে] তা—তা—ই—ই—বটে! এ—এ—এ ত তা—তা—ড়া—তাড়িটা কেন হে? নে—নে—মন—তন্ন তো—তো—মার গি—গি—ইয়ে পা—পা—পালিয়ে যাচ্ছে না!

সকলে। চল—চল!

[দানসামগ্রী তৈজসাদি মোট মস্তকে হাঁপাইতে হাঁপাইতে শ্বেতাঙ্গ শর্ম্মা উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণগণ তাহাকে কাতর দেখিয়া তাহার মোট নামাইয়া লইল, শ্বেতাঙ্গ বসিয়া পড়িল; ব্রাহ্মণগণ তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল।]

শ্বেতাঙ্গ। [একটু সুস্থ হইয়া] তোমরা দেশশুদ্ধ্ লোক এ ভর দুপুরে কোথায় ছুটোছুটি কর্‌ছো হে? ব্যাপার কি?

১ম ব্রাহ্মণ। আরে বাঃ! শোন নাই? কশ্যপের ছেলের উপনয়ন, আমরা নিমন্ত্রণ খেতে যাচ্ছি হে!

শ্বেতাঙ্গ। এ্যাঁ—বল কি? উপনয়ন! নিমন্ত্রণ! [উঠিয়া দাঁড়াইল]

২য় ব্রাহ্মণ। কেন, তোমার নিমন্ত্রণ হয় নাই বুঝি?

শ্বেতাঙ্গ। একশোবার হয়েছে; কশ্যপের ছেলের উপনয়ন যখন, তখন আমার নিমন্ত্রণ হ'য়েইছে। তার সঙ্গে আমার চিরকেলে আলাপ, ও না হ'লেও হয়েছে।

১ম ব্রাহ্মণ। না হ'লেও হয়েছে, কি রকম?

শ্বেতাঙ্গ। কি রকম নয়? লোকমাত্রেই ভুল্-চুক্ আছে; তা ব'লে সে আমার বন্ধু লোক, আমি সেইটে ধ'রে ব'সে থাক্‌বো? নিজে হ'তে গিয়ে তার ভুলটা সংশোধন ক'রে দেবো না? তবে আর মানুষ কি?

২য় ব্রাহ্মণ। কশ্যপের সঙ্গে তোমার এতটা বন্ধুত্ব কিসে হ'লো হে?

শ্বেতাঙ্গ। ওহে, হয়েছে—হয়েছে; সে অনেক কথা—অনেক কথা!

১ম ব্রাহ্মণ। একটু আভাসেই বল না!

শ্বেতাঙ্গ। বল্‌বো—চল—চল; কিসে বন্ধুত্ব হ'লো? চল—চল—

২য় ব্রাহ্মণ। বলই না হে!

শ্বেতাঙ্গ! কিসে বন্ধুত্ব হ'লো—বল্‌বো? চল—চল, বেলা হয়েছে।

১ম ব্রাহ্মণ। এমন কিছু বেলা হয় নাই, বলই না?

শ্বেতাঙ্গ। কিসে বন্ধুত্ব হ'লো—এ্যাঁ?

২য় ব্রাহ্মণ। হাঁ—হাঁ, বল না!

শ্বেতাঙ্গ। এঃ, তুমি তো বড় ছেঁড়া লোক দেখ্‌ছি হে! কথার জের্ মার্‌তে চাও না। আমি বিনা নিমন্ত্রণেও যেতে রাজী; তোমার আর কোন কথা আছে?

২য় ব্রাহ্মণ। না—না, চট কেন? তাই বল্‌ছিলাম; তবে—

শ্বেতাঙ্গ। তবে? তবে আবার কি?

১ম ব্রাহ্মণ। তবে শুন্‌ছি না কি, এই উপনয়নে দেবতারা শুদ্ধ আস্‌বে।

শ্বেতাঙ্গ। এ্যাঁ—বল কি? দেবতা!

১ম ব্রাহ্মণ। দেবতার নাম শুনে তুমি অমন আঁৎকে উঠ্‌লে কেন হে?

শ্বেতাঙ্গ। তাই তো হে, তোমার কথা শুনে যে আমার পেটের ভেতর হাত পা সেঁধিয়ে গেল হে! শুনেছি দেবতাদের না কি কারও চার্‌টে মুখ, কারও পাঁচটা, কারও ছ'টা; কারও চার্‌টে হাত, কেউ দশভুজা, আবার কারও বা হাজার চোখ। তবেই বল দেখি, কি খাওয়ায় কি ছাঁদ-বাঁধায়, কি অন্য ব্যবস্থায় আমরা কি তাদের কাছে পাত্তা পাবো?

২য় ব্রাহ্মণ। তবে আর না গেলেই তো হ'তো!

শ্বেতাঙ্গ! না—নিমন্ত্রণটা তো রাখ্‌তে হবে? বিশেষতঃ বন্ধুর ঘরে। চল—গুরু আছেন। ওরে লাল!

১ম ব্রাহ্মণ। লালের জন্য ভাব্‌তে হবে না; সে এতক্ষণ সেখানে গিয়ে হাজির। সে তোমার পুত্র হ'লেও তোমায় ছাপিয়ে উঠেছে।

শ্বেতাঙ্গ। তা উঠ্‌বে বৈ কি! তা উঠ্‌বে বৈ কি! তার বাবা শ্বেতাঙ্গ, তার মা কালিন্দী, সে হ'লো কি না লাল; তার তো ভুঁইফোড় হবারই কথা! চল—চল—শ্রীহরি দুর্গা! গমনে গজেন্দ্রশ্চৈব!

ব্রাহ্মণগণ। চল—চল, শুভস্য শীঘ্রং।

[শ্বেতাঙ্গ ব্যতীত সকলের প্রস্থান !

শ্বেতাঙ্গ। [উচ্চৈঃস্বরে] লাল ! ওরে লাল ! লাল রে ! আঃ, বেটার ছেলে যেন মাটি মাড়িয়ে আস্‌ছে।

মোট মস্তকে লালের প্রবেশ।

লাল। [মাথার মোট সজোরে ফেলিয়া দিয়া] আর আমি পার্‌বো না বাবা ! এই তোমার সব রইলো।

শ্বেতাঙ্গ ! ওঃ ! বেটা আমার রাজপুত্তুর গো ! এই ক' পা এসে আর পার্‌বো না ! নে—নে—তোল্ !

লাল। দেখ না বাবা ! আমার পা ফুলে উঠেছে।

শ্বেতাঙ্গ। আরে পা যায়, তোর কাঠের পা গড়িয়ে দেবো, ভাব্‌না কি ?

লাল। কাঠের পা ? ওরে বাপ্ রে !

শ্বেতাঙ্গ। বেশ তো ! আর কাঁটা ফোটা কি ফোল্‌বার ভয় থাক্‌বে না। নাও বাবা লালমোহন, আর তেতো ক'রো না বাবা—তল্‌পী তোলো !

লাল। যে ভারি বাবা !

শ্বেতাঙ্গ। হাল্কা হ'য়ে যাবে বাবা—হাল্কা হ'য়ে যাবে ; চল—আমি মন্তর বল্‌তে বল্‌তে যাবো।

লাল। তুমি এত নিলে কেন বাবা ?

শ্বেতাঙ্গ। সাধ ক'রে কি নিলুম বাবা ? হাত-পাগুলি ছোট ছোট দেখ্‌লে কি হবে, উদরটী যে আসমুদ্র বাবা ! আমাকেই ভরাতে হবে তো ?

লাল। যাও - যাও, আর তোমায় ভরাতে হবে না।

শ্বেতাঙ্গ। কেন সোনার চাঁদ ! ডানা গজিয়েছে না কি ? বাবাকে তেজ্যপুত্তুর কর্‌ছো ?

লাল। কর্‌বো না? এমন কথা বল, উদর আসমুদ্দুর?

শ্বেতাঙ্গ। [করযোড়ে] ঝক্‌মারি করেছি বাবা! রাগ কর্‌তে আছে কি? ছিঃ! তুমি হ'চ্ছো আমার লালমোহন, তোমার মায়ের তুমি রসগোল্লা, তোমায় দেখ্‌লে জগতের চক্ষু ছানাবড়া! আহা–বাছা রে! তোমায় আমি কি ভালোই না বাসি!

লাল। ভালবাস আর যাই কর, আমায় আর মোট বওয়াতে পারছো না; আমি কাঁচা ছেলে নই।

শ্বেতাঙ্গ। আহা-হা, তা আর জানি না রে মাণিক! তোমার মা পাকা পাকা ফল দিয়ে পক্কেশ্বর শিবের পূজো করেছিল, তাই অমন ঝুনো ফলটী তার কোলে উঠেছে; তোমায় আমি কাঁচা বল্‌তে পারি? তোমার কাছে আমার বাবা পর্য্যন্ত নাবালক। নাও বাবা পাকারাম! বেলা হ'চ্ছে, আবার কশ্যপের বাড়ী যেতে হবে; আর ফাঁকা কথা ভাল লাগে না।

লাল! তবে এক কাজ করি এস না বাবা! আমি মোট মাথায় করি, তুমি আমায় কাঁধে কর; আমার পাটাও আড়ষ্ট হয়েছে—বজায় থাক্‌বে, জিনিষগুলোও বাড়ী পৌঁছুবে!

শ্বেতাঙ্গ। আহা-হা, কি বুদ্ধি! বৃহস্পতি শাপভ্রষ্ট হ'য়ে আমার বাড়ীতে জন্মেছেন দেখ্‌ছি–বাঁচ্‌লে হয়!

লাল। সে জন্য ভেবো না বাবা! মা বলেছে–আমার লক্ষ বছর পরমায়ু হবে।

শ্বেতাঙ্গ। তা হবে বৈ কি! তুমি থাক্‌তে থাক্‌তেই তো কলি পড়্‌তে হবে!

লাল। দেখ বাবা—

শ্বেতাঙ্গ। দোহাই বাবা! আর বকিয়ো না, আমার মাথা গরম-

হ'য়ে আস্‌ছে। এ রকম কর্‌লে কি চলে বাবা! ঘরকন্না কর্‌তে হবে, আজ বাদে কাল বিয়ে হবে—টুক্‌টুকে বৌ আস্‌বে—

লাল। এঁ্যা—বৌ আস্‌বে? এঁ্যা?

শ্বেতাঙ্গ। [লালের মাথায় মোট তুলিয়া দিতে দিতে] হাঁ রে বাবা, টুক্‌টুকে বৌ; চল্‌—বাড়ী গিয়েই বিয়ের যোগাড় কর্‌ছি।

লাল। এ্যা! টুক্‌টুকে বৌ আস্‌বে? হিঃ হিঃ-হিঃ, দেখ বাবা! আমার পা সেবে গেছে, আমি এইবার একছুটে বাড়ী যাবো।

[মোট লইয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

শ্বেতাঙ্গ। তা যাবে বৈ কি বাবা, ওষুধ পড়েছে যে!

[নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নদী-সন্নিকটস্থ প্রান্তর।

উত্তেজনায় ক্ষিপ্তপ্রায় অনুহ্লাদ একদৃষ্টে শূন্যপানে চাহিয়া ছুটিয়া আসিতেছিলেন, প্রহ্লাদ তাঁহাকে ধরিয়াছিলেন।

অনুহ্লাদ। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও, আমি আমার নারায়ণকে পেয়েছি।

প্রহ্লাদ। নারায়ণকে পেয়েছ? কৈ—কৈ তোমার নারায়ণ দাদা?

অনুহ্লাদ। ঐ যে—ঐ নীল আকাশের কোলে গা ঢেলে শুয়ে রয়েছে, ঐ আবার কালো মেঘের আড়ালে লুকিয়ে পড়্‌লো! না—না, ঐ

যে সাদা মেঘগুলো হাতে ক'রে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে! দাও—দাও, অস্ত্র দাও—অস্ত্র দাও!

প্রহ্লাদ। কৈ, আমি তো কিছুই দেখ্তে পাচ্ছি না?

অনুহ্রাদ। আরে তুমি দেখ্বে কি? তোমার কি সে চক্ষু আছে? দাও—অস্ত্র দাও, ওর মুণ্ড দু'ফাঁক ক'রে তোমার চোখ ফুটিয়ে দিই।

প্রহ্লাদ। দাদা! প্রলাপ দেখ্ছো?

অনুহ্রাদ। প্রলাপ! তাই না কি? কৈ, আর ওখানে নাই তো! কি হ'লো? আরে, এই যে এখানে—গাছের উপর! বাঃ—প্রতি পাতায় পাতায় ফিরছে, প্রতি ফুলে ফুলে লম্পট ভ্রমরের মত ঘুরছে, প্রতি ফলে ফলে আদুরে ছেলের মত দোল খাচ্ছে! অস্ত্রটা দাও প্রহ্লাদ! দেবে না? আমি এই পাথর ছুঁড়েই ওর হাড় চুরমার কর্‌বো। [প্রস্তর নিক্ষেপোদ্যোগ].

প্রহ্লাদ। [বাধা দিয়া] কর কি—কর কি দাদা!

অনুহ্রাদ। যাঃ—স'রে পড়েছে; সরতেই হবে যে! হিরণ্যকশিপুর পুত্র আমি। আচ্ছা, কতদিন এ লুকোচুরি চলে দেখ্‌বো! ও কি! নদীর জলে ও আবার কি? সেই নয়? সেই তো বটে! সেই তীব্র চাহনি, সেই বিদ্রূপের অট্টহাসি, সেই লক্-লক্ জিহ্বা! পেয়েছি—আর যায় কোথা! ধর্‌বো—ধর্‌বো নদীর জল গণ্ডুষে শোষণ ক'রে ওকে ধর্‌বো। [প্রস্থানোদ্যোগ]

প্রহ্লাদ। মিছে ছুট্‌ছো দাদা! ওকে ধর্‌তে পারবে না। দেখ্‌ছো তো, ও এই আছে, এই নাই! ওকে তুমি ধর্‌বে কি ক'রে?

অনুহ্রাদ। প্রহ্লাদ! প্রহ্লাদ! করেছ কি ভাই! তাড়িয়ে দাও—তাড়িয়ে দাও, তোমার মধ্যেও যে তাকে দেখ্‌ছি! তাড়িয়ে দাও, নইলে এখনই ওর জন্যে আমি ভ্রাতৃহত্যা ক'রে বস্‌বো।

প্রহ্লাদ। আমার মধ্যে দেখ্ছো, আর তোমার মধ্যেও কি সে নাই দাদা ?

অনুহ্রাদ। আমার মধ্যে ? এঁ্যা—বল কি ? কৈ—কোন্খানে ? ঐ না কি ? ঐ কে আমার হৃদয়ের মাঝখানে ব'সে রয়েছে নয় ? ঐ যে কে আমার সমগ্র রক্তস্রোতের উপর আনন্দে সাঁতার কাট্ছে নয় ? বাঃ—এ যে ব্যাধের ঘরে হরিণের বাসা ! এইবার ঠিক্ হয়েছে ! শিকার ঘরে, আর আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি কোথায় ! দাও তো প্রহ্লাদ অস্ত্রটা ! চুপে চুপে দাও, শুন্তে পেলে পালাবে। দাও অস্ত্র, আমার হৃদয়ের মূল উৎপাটিত ক'রে ওর আসন ঘুচিয়ে দিই—নিজের রক্ত নিজে পান ক'রে ওকে নিস্তেজ ক'রে ফেলি। দাও—দাও !

প্রহ্লাদ। দাদা ! অনেক দূর অগ্রসর হয়েছ, আর—

অনুহ্রাদ। ঐ যা—স'রে পড়লো ! কি আর বল্বো ভাইকে ! সব গোল ক'রে দিলে। কি বল্ছিলে, বল !

প্রহ্লাদ। বল্ছিলাম কি, অনেকদূর অগ্রসর হয়েছ; আকাশের সাদা কালো মেঘের উপর তাকে দেখ্ছো, গাছের পত্র পুষ্প ফলে তাকে দেখছো, নদীর জলে দেখ্ছো, আমার মধ্যে দেখছো, তোমার মধ্যে দেখ্ছো, সর্ব্বভূতে সমানভাবে তাকে দেখ্ছো ! সবই তো ঠিক্ হয়েছে, আর একটু বাকি রাখ কেন দাদা ? তা হ'লেই তো তার ধরা পাও !

অনুহ্রাদ। বাকিটা কি ?

প্রহ্লাদ। হিংসার দেখা ছেড়ে দিয়ে ঐরূপ প্রীতির চক্ষে দেখ না !

অনুহ্রাদ। না—না—না ! হিংসার পরসে জন্মেছি, হিংসা নিয়েই মর্বো ; হিংসাতেই তাকে দেখ্ছি, হিংসাতেই ধর্বো ; এতেই যখন এতটা এসেছি, বাকিটুকু আর এতেই হবে না ?

প্রহ্লাদ। না দাদা ! তা হয় না ; শেষটায় আলিঙ্গন চাই।

অনুহ্লাদ। না হয়, আমার জীবনের খানিকটা অংশ বাকি থেকেই যাবে; তবু আমি হিরণ্যকশিপুর পুত্র, ও তোমাদের অভিনয় কর্‌বো না ভাই! আমি আমার পিতৃহন্তাকে চাই,—তার রূপ দেখতে নয়, তাকে পূজা কর্‌তে নয়; আমার পিতার নাড়ীগুলো যেমন নখে চিরে বের করেছিল, সেইরকম একটা কিছু কর্‌তে! যাবে কোথা! তুমি যে দিকে যাচ্ছ ভাই, আর আমার পিছু নিয়ো না; আমি এই ভাবেই বাকিটুকু পূরণ ক'রে নেবো। আমি ধর্‌বো—তাকে ধর্‌বো!

[উদ্‌ভ্রান্তভাবে প্রস্থান।

প্রহ্লাদ। তাই তো, আমি কোন্ দিকে যাচ্ছি? দাদার মস্তিষ্ক বিকৃতি, তাতে আমার মন টলে কেন? আমার চোখে জল আসে কেন? আমি যে পিতার মৃত্যু দাঁড়িয়ে দেখেছি, হাস্‌তে হাস্‌তে নারায়ণের স্তব করেছি; কৈ, জল তো আসে নাই, প্রাণ তো টলে নাই! তবে আজ আমার একি হ'লো? ও—বুঝেছি, পরকে দিক্ দেখাতে গিয়ে নিজের দিক্ হারিয়ে ব'সে আছি। যাক্—যে যায় যাক্, আমি কেন এ গণ্ডীর মধ্যে পড়ি? দূর হও মায়া! আমি প্রহ্লাদ, প্রহ্লাদই থাক্‌বো। নারায়ণ! নারায়ণ! [প্রস্থান।

উপেন্দ্রের প্রবেশ।

উপেন্দ্র। কে—ডাকে? আমায় কে ডাকে? কে যেন আমায় ডাক্‌লে না? কৈ—কেউ তো এখানে নেই!

অনুহ্লাদের পুনঃ প্রবেশ।

অনুহ্লাদ। আশা পূর্ণ হ'লো না; দেখ্‌ছি, আর একটা জন্ম ঘুর্‌তে হবে। এখন এ দেহটার যত শীঘ্র পাত হয়, ততই ভাল; আবার

যুবার উদ্যমে কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াতে পাই। নারায়ণ! অনেক কর্‌লাম, তোমায় পেলাম না; কিন্তু মনে ক'রো না, আমার এ জন্মটা ব্যর্থ গেল ব'লে আমি বুকভাঙ্গা! এই আশা নিয়ে মর্‌বো—এই আশা নিয়ে আবার জন্মাবো—এই আশা নিয়ে আবার সিংহবিক্রমে তোমার অনুসরণ কর্‌বো,—তোমায় নিশ্চিন্ত হতে দেবো না। যদি পাই—যদি পাই, আর পাবোই না বা কেন? তুমিই আমার একমাত্র লক্ষ্য—একমাত্র চিন্তা; তুমিই আমার আসা যাওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য। পাবো না কেন? এও তো একটা সাধনা!

উপেন্দ্র। আপনি কি রাজপুরুষ?

অনুহ্লাদ। [উদাসভাবে] কে?

উপেন্দ্র। আমায় এই নদীটা পার ক'রে দেবেন? আমি যজ্ঞ-দর্শনে যাচ্ছি। যদিও সামান্য নদী—সবাই হেঁটে পার হ'চ্ছে, কিন্তু আমার পক্ষে এ যে সমুদ্র বিশেষ।

অনুহ্লাদ। একটু ঐ দিকে যাও, রাজার লোকজন আছে—পার ক'রে দেবে।

উপেন্দ্র। আপনি কি রাজার লোক নন্?

অনুহ্লাদ। আঃ, যা বল্‌ছি কর না; ওটুকু যেতে আর তোমার কি!

উপেন্দ্র। আপনাদের পক্ষে ঐটুকু, কিন্তু আমার পক্ষে ওটুকু এক বেলার পথ।

অনুহ্লাদ। [তীর্য্যকদৃষ্টিতে উপেন্দ্রের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া] বামন-মূর্ত্তি! তা কি বল্‌ছো?

উপেন্দ্র। আমায় দয়া করুন!

অনুহ্লাদ। এই ম'রেছে! দেখ, দয়া-মায়া স্নেহ-মমতা শ্রদ্ধা-করুণা

"ভক্তি-মুক্তি অনেককে অনেক রকম বল্‌তে শুনি, তাদের কথায় আমার হাসি আসে ; ও সব ছেড়ে দাও, যা বল্‌বে খোল্‌সা বল।

উপেন্দ্র। আমায় কোলে ক'রে এই নদীটী পার ক'রে দিন্—আপনার ধর্ম্ম হবে।

অনুহ্লাদ। আবার এর ভিতরে ধাঁ ক'রে একটা ধর্ম্ম এনে ঢোকালে ? পার ক'রে দাও,—বাস্, ফুরিয়ে গেল ! আমার ইচ্ছা হ'লো—দিলাম, না ইচ্ছা হ'লো—না দিলাম ! এর ভিতর আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম কি ? কতকগুলো বাজে বক কেন বাপু ?

উপেন্দ্র। আপনি কি ধর্ম্মাধর্ম্ম মানেন না ?

অনুহ্লাদ। যাও—যাও—ওদিকে যাও, বক্‌বার আমার সময় নাই।

উপেন্দ্র। কেন, আপনি কি বড় ব্যস্ত আছেন ?

অনুহ্লাদ। হাঁ—আছি।

উপেন্দ্র। আপনার এত ব্যস্ততাটা কিসের ?

অনুহ্লাদ। এই তুমি যেমন নদীপারের জন্য ব্যস্ত।

উপেন্দ্র। তা তো নয় ; আমি পরপারে যাবার জন্য ব্যস্ত, আপনি দেখ্‌ছি এই পারেই থাক্‌বার জন্য ব্যস্ত।

অনুহ্লাদ। এঁ্যা—কি বল্‌লে ?

উপেন্দ্র। না—আপনি বড় ব্যস্ত আছেন, আমি চল্‌লুম।

অনুহ্লাদ। আরে, শোনো—শোনো ; কি বল্‌লে, আবার বল দেখি ? তোমার কথা আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লাম না।

উপেন্দ্র। পার্‌বেন না ; ভেবে ভেবে আপনার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে।

অনুহ্লাদ। ভেবে ভেবে ? কৈ—আমি এত কি ভাব্‌ছি ?

উপেন্দ্র। নারায়ণ !

অনুহ্লাদ। তুমি কি ক'রে জান্‌লে ? তুমি কি ক'রে জান্‌লে ?

উপেন্দ্র। আমি জ্যোতিষ জানি, লোকের ভ্রূকুঞ্চন দেখে মনের ভাব বল্‌তে পারি।

অনুহ্রাদ। বল্‌তে পার জ্যোতিষী! এতদূর বল্‌লে যখন, আর একটা কথা বল্‌তে পার? আমি এ জন্মে তাকে পাবো কি না?

উপেন্দ্র। পাবেন বৈ কি! আপনার এতটা লক্ষ্য বৃথায় যাবে? এতটা উদ্যম পণ্ডশ্রম হবে? এতখানি একাগ্র সাধনা বিফল হবে? তা হয় না। ভক্তিতেই হোক্ আর হিংসাতেই হোক্, নারায়ণ যার ধ্যান, তার আবার নারায়ণ লাভের বাকি কি? আপনার লক্ষণ দেখে বোধ হ'চ্ছে আপনি সিদ্ধ হয়েছেন। আপনি এই জন্মেই পাবেন—আজই পাবেন—এই মুহূর্ত্তেই পাবেন।

অনুহ্রাদ। এস—এস, তুমি আমার কোলে এস—তুমি আমার কোলে এস। তোমার মুখখানি আমার বড় ভাল লেগেছে, তোমার কথাগুলি আমার বড় মিষ্টি লেগেছে, তোমার জ্যোতিষ আমার বেশ মনোমত হয়েছে; এস—এস, তোমায় আমি সযত্নে পার ক'রে দিই।

উপেন্দ্র। দেখুন—

অনুহ্রাদ। আর কথা ক'য়ো না, শীঘ্র এস। মরুভূমিতে এই প্রথম রস দেখা দিয়েছে বেশীক্ষণ টিকবে না; এটা তোমারও একটা মাহেন্দ্র-ক্ষণ জেনো।

[উপেন্দ্রকে বুকে লইয়া নদীতে অবতরণ করিলেন]

দৃশ্যান্তর।

নদীতীর।

অস্তোন্মুখ সূর্য্য ধীরে ধীরে নদীগর্ভে বিলীন হইতেছিল ;
অনুহ্রাদ অসহ্য ভার বোধে তীরে ফিরিয়া আসিয়া
উপেন্দ্রকে সজোরে ভূমে নিক্ষেপ করিলেন।

অনুহ্রাদ। বল, তুমি কে ?

উপেন্দ্র। সে আবার কি ?

অনুহ্রাদ। বল, তুমি কে ?

উপেন্দ্র। আমি আবার কে ?

অনুহ্রাদ। [অস্ত্র খুলিয়া] বল ছদ্মবেশী, তুমি কে ?

উপেন্দ্র। এ কি ! আমায় হত্যা কর্‌বেন না কি ? আমি কশ্যপের পুত্র।

অনুহ্রাদ। কখনও না ; কশ্যপের পুত্রদের আমি আজীবনটা রণস্থলে দেখে আস্‌ছি ; এক একটায় ধরেছি, আর নিমেষে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়েছি। কশ্যপের পুত্র এমন বিশ্বম্ভর হ'তে পারে না॥ বল, তুমি কে ?

উপেন্দ্র। দেখ্‌তেই তো পাচ্ছেন—আমি সামান্য ব্রাহ্মণবালক।

অনুহ্রাদ। মিথ্যা কথা ! তুমি সামান্য নও ; তা যদি হবে, তবে অর্দ্ধহস্ত পরিমিত নদীর জল আজ কল্‌-কল্‌ ক'রে ফুলে আমার বুকে উঠে তোমার পা ধুইয়ে দিয়ে যায় কেন ?

উপেন্দ্র। ভুল বল্‌ছেন আপনি ! নদী কখনও কারও পা ধুইয়ে দিয়ে যায় ? কেন, আমার পায়ে আছে কি ?

অনুহ্লাদ। আছে বৈ কি! আমায় কি অন্ধ পেলে? আমি যে দেখেছি তোমার পায়ে ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন। বল, তুমি কে?

উপেন্দ্র। তবে যা ভাবছো, আমি তাই।

অনুহ্লাদ। [উল্লাস—উচ্চকণ্ঠে—ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে] পিতা! পিতা!

উপেন্দ্র। কথাটা শুনেই অমন চম্‌কে উঠ্‌লে কেন?

অনুহ্লাদ। উদ্‌ভ্রান্তভাবে] ব'লে দিতে পার পিতা, একে নিয়ে আমি কি করি? না—তোমার সে ক্ষীণ কণ্ঠস্বর আর আমার কানে পৌছুবে না।

উপেন্দ্র। আমায় নিয়ে আবার কর্‌বে কি? আবার কর্‌বার আছে কি? কর্ম্মের তো এইখানেই শেষ!

অনুহ্লাদ। ওঃ! [বুক চাপিয়া ধরিলেন] কেউ ব'লে দিতে পার, আমার এখানকার কর্ত্তব্য? আমি হিরণ্যকশিপুর পুত্র—আমাতে যা সম্ভব নয়, আমি তাই হবো—তার দাস হবো? ওহে, তুমিই বল না! তুমিই বল না—তোমায় নিয়ে কি করি?

উপেন্দ্র। আমি বল্‌লে কথা শুনবে?

অনুহ্লাদ। কেন শুন্‌বো না? তবে নূতনত্ব থাকা চাই, যেমন নূতনত্ব দেখিয়েছিলে হিরণ্যাক্ষ বধে বরাহ হ'য়ে—হিরণ্যকশিপু হত্যায় নর-সিংহ হ'য়ে। বল্‌তে পার? ওঃ—বুকটায় বুঝি বেদনা ধর্‌লো! বল—বল, তোমায় নিয়ে কি করি?

উপেন্দ্র। আমায় বুকে ক'রে জলে ঝাঁপাও।

অনুহ্লাদ। জল শুকিয়ে যাবে।

উপেন্দ্র। আগুনে পড়।

অনুহ্লাদ। আগুন জল হ'য়ে যাবে।

উপেন্দ্র। মরুভূমে চল।

অনুহ্লাদ। মরুভূমে নদী বইবে;—তুমি মায়াবী।

উপেন্দ্র। তবে আর কি করবে ?

অনুহ্লাদ। [অস্থিরভাবে] তাই তো, কি করি! ওঃ, ওরে—ওরে, আমায় কেউ অভিশাপ দেয় না! অভিশাপে ইন্দ্রের সহস্র চক্ষু হ'য়েছিল, আমায় কেউ অভিশাপ দিক্, যাতে আমার সর্ব্বাঙ্গে সহস্র জিহ্বা হয়, আর আমি তোমার মুণ্ডটা কেটে ধড়টাকে শূন্যে ঝুলিয়ে দিই; টস্-টস্ ক'রে রক্ত পড়ুক্, আর আমি চক্-চক্ ক'রে তাই পান করি।

উপেন্দ্র। ভক্ত!

অনুহ্লাদ। চুপ্! কে ভক্ত? এখ্‌নি কেউ শুন্‌তে পাবে। হিরণ্য-কশিপুর পুত্রের প্রতি ও ভাষা প্রয়োগে তাকে দুর্ব্বাক্য বলা হয়—তাতে কলঙ্ক দেওযা হয়।

উপেন্দ্র। আর কেন? তোমার আশা তো পূর্ণ হয়েছে; শান্ত হও—ক্রোধ সম্বরণ কর।

অনুহ্লাদ। ক্রোধ সম্বরণ? পিতা! এ বলে কি? ওঃ—আমার বুকটা যে গেল! করি কি?

উপেন্দ্র। বল, তুমি কি চাও? তোমায় উচ্চ গতি দান করছি—বৈকুণ্ঠে তোমার জন্য পৃথক্ স্থান নির্দ্দেশ ক'রে দিচ্ছি। নারায়ণ দেখ্‌তে তোমার চিরকালের সাধ; এ বামন-মূর্ত্তি ত্যাগ ক'রে তোমায় সেই ভুবনমোহন দিব্য মূর্ত্তি দেখাচ্ছি।

অনুহ্লাদ। দিব্য মূর্ত্তি! ওরে না—আমি দিব্য মূর্ত্তি দেখ্‌তে চাই না। হিরণ্যকশিপুর পুত্রকে দেখাতে হ'লে তাকে দেখাতে হবে, যে মূর্ত্তিতে তার পিতার জীবনান্ত, সেই নৃসিংহ-মূর্ত্তি; যে মূর্ত্তিতে তার জ্যেষ্ঠতাত হিরণ্যাক্ষ পাতাল গর্ভে লীন, সেই বরাহ-মূর্ত্তি। পার—পার,

দেখাতে পার? আমি প্রাণভ'রে দেখি। ও-হো-হো; বুকটা যে যায়! দেখাও—দেখাও, বেদনাটা সারে কি না দেখি!

উপেন্দ্র। তোমার আশা অপূর্ণ রাখ্‌তে চাই না। ঐ দেখ অভিনব সাধক! আমার নৃসিংহ-মূর্ত্তি, আর তারই কোলে নখাহত তোমার পিতা।

[শূন্যে নৃসিংহ-মূর্ত্তির আবির্ভাব।]

অনুহ্লাদ। নারায়ণ! [অস্ত্র উদ্যত করিয়া আক্রমণ করিলেন, সহসা বুকের বেদনায় বুক চাপিয়া ধরিলেন।]

উপেন্দ্র। বুকের বেদনা সার্‌লো অনুহ্লাদ? এদিকে আবার দেখ আমার বরাহ-মূর্ত্তি; তার পদতলে দন্ত-বিদারিত তোমার জ্যেষ্ঠতাত।

[শূন্যে বরাহ-মূর্ত্তির বিকাশ।]

অনুহ্লাদ। নারায়ণ—নারায়ণ! [হুঙ্কার ছাড়িয়া অস্ত্র ধরিয়া লাফ দিয়া উঠিলেন।] ও-হো-হো, বুক গেল—বুক গেল! নারায়ণ—নারায়ণ! [উত্তেজনার আধিক্যে হৃদয়ের দুর্ব্বলতায় রুদ্ধশ্বাসে উপেন্দ্রের পদতলে পড়িয়া গেলেন।]

উপেন্দ্র। ভক্ত! ভক্ত! দানব-বীর! [অনুহ্লাদের ভূ-লুণ্ঠিত মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন।]

যাও রে বীর সাধক!
বিষ্ণুলোকে বিষ্ণুদূত সহ।
তোমার এ উগ্র তপ
টলায়েছে তথাকার স্থির যোগাসন।
নারায়ণ ধ্যান জ্ঞান যার,
যে ভাবেই হোক্—
গতি তার চিদানন্দ ব্রহ্ম-নারায়ণ।

গীতকণ্ঠে নারদের প্রবেশ।

নারদ।—

গীত

ইন্দ্রমুকুট-মণি রাজিত চরণং,
পূর্ণশশধর মুখদ্যুতিম্,
পুণ্ডরীকাক্ষ্য মতি খর্ব্বতরং
বটুবেশধরং নমঃ বিশ্বপতিম্।
জগদুদ্ভব পালন নাশকরং,
কুরুনৈব পুনস্ত্রয় রূপধরং,
প্রিয়দৈবত সাধু জনৈক গতিম্,
বটুবেশধরং নমঃ বিশ্বপতিম্।
দূরি কুরু দুষ্কৃতি শোক তাপ পাপং,
হর কৃপয়া মম কুমতি কলাপং,
নাশ নিরঞ্জন ভব-ভীতিম্,
বটুবেশধরং নমঃ বিশ্বপতিম্।

প্রণাম করিলেন।]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পুষ্পের কক্ষ।

[চতুর্দ্দিকে বিবাহোপযোগী মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানাদি সজ্জিত।]

পুষ্প, লক্ষ্মী ও সখিগণের প্রবেশ।

পুষ্প। ওগো পুতুল! আজ তোমার বিয়ে।

লক্ষ্মী। [মৃদুহাস্যে] যে বিয়ে দেবে, আগে তার বিয়ে হোক্।

পুষ্প। এটা তুমি অন্যায় বল্‌লে ভাই! যতদিন মেয়ে-ছেলের বিয়ে না হয়, ততদিনই তারা পুতুলের বিয়ে দেয়; বিয়ে হ'লে আর কেউ পুতুলের বিয়ে দিতে যায় না, তখন অন্য পুতুল নিয়ে মাতে। [সখিগণের প্রতি] ওগো, তোরা জিনিষ-পত্তর সব ঠিক্ গুছিয়ে নিয়েছিস্ তো?

১ম সখী। হাঁ গো, হাঁ! এখন বর এলেই হ'লো।

গীত।

পুষ্প।—আজকে তোমার বিয়ে পুতুল, আজকে তোমার বিয়ে।
পটলচেরা কাজল চোখে দেখ্‌ছো কি আর পুটপুটিয়ে?

সখিগণ।– শ্যাম বিরহের বৈদ্য মোরা ঘাম দিয়ে ছোটাবো জ্বর,
সকল যোগাড় হাতে হাতে যা দেরী আর আস্‌তে বর,
এস চড়াই রূপের দর; ঐ সোনার গায়ে হলুদ দিয়ে।

লক্ষ্মী।— তোদের রঙ্গ দেখে অঙ্গ কাঁপে, বল্ ভাই, মোর কে হবে বর?

পুষ্প।— ভেবো না শশীমুখী, বর তোমার সেই নটবর॥

লক্ষ্মী।— ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ। লাজে ম'রে যাই,

পুষ্প।— মুখে লাজ পেটে ক্ষিদে, এ কি গো বালাই ?

সখিগণ।—এবার ঘুচ্‌বে তোমার পালাই পালাই, রোগের মত ওষুধ পিয়ে।

দূরে নারায়ণ-মুর্ত্তি মস্তকে বিরোচন আসিতেছিলেন।

বিরোচন। বর যাচ্ছে—বর যাচ্ছে, তফাৎ—তফাৎ।

পুষ্প। ও ভাই! ও ভাই! বর আস্‌ছে, উলু দে—শাঁক বাজা।

[সখিগণ উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করিল।]

বিরোচনের প্রবেশ।

বিরোচন। এই নে নাতনি! তোদের বর এনেছি।

পুষ্প। আমাদের নয় দাদামশায়! আমাদের ক'নের।

বিরোচন। ঐ ক'নের হ'লেই তোদেরও হবে; নে—এখন বর নামিয়ে নে।

পুষ্প। দাঁড়ান দাদামশায় এইখানে; আমরা বরণ ক'রে বর নামাই।

গীত।

পুষ্প।— এস বিশ্বমোহন বর।

সখিগণ।—এস তৃষিত-চাতকীকুল কল্যাণ-জলধর সুন্দর চারু মনোহর।

পুষ্প।—এস চন্দন-চর্চ্চিত সুকোমল অঙ্গ,

সখিগণ।—এস খঞ্জন-নীল আঁখি ঈষৎ হসিতাধর, প্রবাহিত কল-কল রসের তরঙ্গ;

পুষ্প।—এস হে কামিনীকুল-আশা,

সখিগণ।—এস হে ধরার ভালবাসা,

পুষ্প।— এস তুমি চিত্তচোরা সুধারস-সাগর নাগর নব নটবর,

সখিগণ।—এস তুমি প্রাণবঁধু, তোমার পরশ-মধু, মধু হ'তে মধুতর।

[সখিগণ বরণ করিয়া নারায়ণ-মূর্ত্তি নামাইয়া লইল।]

পুষ্প। এইবার দাদামশায়! আপনি যেতে পারেন।

বিরোচন। এঁ্যা! বলিস্ কি? কাজ মিটে গেল না কি? যাবো কি ভাই, আমার সঙ্গে বরযাত্রী রয়েছে যে!

পুষ্প। বরযাত্রী? কৈ, সে সব কথা তো থাকে নি দাদামশায়!

বিরোচন। তা ছিল না বটে! কিন্তু নাত্নী, বিয়ে ব'লে কথা! নিতান্ত পাঁচজন ভদ্রলোক না এলে কি ভাল দেখায়? বেশী নয় নাত্নী! ভয় করিস্ নি, - গোনা পাঁচটী। দর্শন, শ্রবণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক—এই পঞ্চ ভদ্র; এরা আমার নেহাৎ আত্মীয়, আমার সুখে সুখী, আমার দুঃখে দুঃখী, বিনা নিমন্ত্রণেও অভিমান নাই, আপনা হ'তেই হাজির। অন্যের কথা যাই হোক্, এদের না নিয়ে কি আস্‌তে পারি ভাই?

পুষ্প। তা এনেছেন যখন, তার আর কি হ'চ্ছে! যান, তাদের নিয়ে বাইরে বসুন; এদিক্‌কার কাজ-কর্ম্ম আগে সারা হোক্! বিয়ের সঙ্গে তো আর আপনার বরযাত্রীর কোন সম্বন্ধ নাই দাদামশায়! খাবার সময় ডাক্‌বো এখন।

বিরোচন। তা—তা—তাই চল্লুম। তবে ঠিক্ সময়ে ডেকো যেন! কাজের গোল্‌মালে ভুলে যেয়ো না।

[প্রস্থান।

পুষ্প। নে গো, এইবার তোরা শুভদৃষ্টি করা।

[সখিগণ শুভদৃষ্টির অনুষ্ঠান করিল।]

১ম সখী। চাও গো চাও, ভাল ক'রে চার চোখে চাও।

[উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি হইতেছিল, পরে আচ্ছাদন উন্মোচন করিতেই নারায়ণের আবির্ভাব হইল।]

২য় সখী। ও মা! ও মা! এ কি হ'লো? পাষাণ ফুঁড়ে যে দিব্যি কোমল সজীব বর বেরিয়ে পড়্লো!

লক্ষ্মী। তোমাদের রাজকুমারীর মন্ত্রের গুণে গো—মন্ত্রের গুণে!

পুষ্প। আমার মন্ত্রের গুণে নয় ক'নে, তোমার চাউনির গুণে। যা' টানা চোখ তোমার! ওতে শুক্নো গাছে রস হয়, মরা বেঁচে ওঠে, আর একটা পাষাণ গালাই হবে না?

বিরোচন। [নেপথ্যে] দেরী কত নাত্‌নী?

পুষ্প। সবুর করুন দাদামশায়! এই তো সবে শুভদৃষ্টি হ'লো; এইবার সম্প্রদান।

বিরোচন। তা হোক্; তবে তোমার শুভদৃষ্টিটাও যেন এদিকে থাকে।

পুষ্প। [লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া]

আজি দিতেছি তোমারে বর আদরে মধুর দান,
ধর পুলকিত করে দেখি এক দুটি প্রাণ।

[নারায়ণের হস্তে সম্প্রদান করিল।]

[সখিগণের উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি]

সখিগণ।—

গীত।

কোথা রতি তোর পতিকে ডাক্ এইবেলা দিক্ ধনুকে টান।
গোলাপ শিশিরে ভরিয়া যাক্, ভয় কি এ নয় হরের ধ্যান॥
আয় নেমে আয় চাঁদের কিরণ, আয় কোকিলা আয় লো আয়,
ঘুরে মরিস্ আঁস্তাকুড়ে আমরণ তোর মলয় বায়;
আজকে তোদের নিমন্ত্রণ,
চোখের ক্ষিদে মেটাবি আয় নিয়ে মধু-জাগরণ;
এমন নিশি আর হবে না, ভরিয়ে নে যার যতটা প্রাণ॥

বিরোচন। [নেপথ্যে] নাত্‌নী !

পুষ্প। আস্‌বেন না—আস্‌বেন না দাদামশায় ! এইমাত্র বিয়ে সারা হ'লো।

বিরোচনের পুনঃ প্রবেশ।

বিরোচন। তবে আবার কি ? [থম্‌কাইয়া দাঁড়াইল]

পুষ্প। বাঃ ! বাসর হবে না ?

বিরোচন। ও বাবা—এর পর বাসর, তারপর আমাদের ? তোদের মতলবখানা কি, খোলসা বল্‌ দেখি ? শুভদৃষ্টি হ'লো, বিয়ে হ'লো, এইবার বাসর হবে। নিজের কাজ-কর্ম্মগুলি তো একে একে সব সেরে নিলি, তারপর ঘরের দরোজা দিবি না তো ?

পুষ্প। ক্ষেপেছেন দাদামশায় ! তাই কখনও কোথায় হয়েছে ?

বিরোচন। না ভাই, আমার বরযাত্রীরা আর মান্‌ছে না।

পুষ্প। আচ্ছা পেটুক লোক নিয়ে এসেছেন যা হোক ! যাক্‌—এতটা হ'লো যখন, আর একটু সবুর কর্‌তে বলুন।

বিরোচন। নে—তোর হাতে পড়ে গেছি যখন ! তবে বাসরটা আর তেমন ঘটা করিস্‌ নি ভাই, একটু হাত চালিয়ে নিস্‌।

[প্রস্থান।

পুষ্প। ওগো বর ! এইবার তোমার বাসর হবে। বাসরে কি কর্‌তে হয় জান ?

নারায়ণ। কি ক'রে জান্‌বো ?

পুষ্প। জান না। তবে তুমিই শিখিয়ে দাও না গো ক'নে !

লক্ষ্মী। আমিই বা কি ক'রে জান্‌বো ?

পুষ্প। আর এত চালাকি কেন ভাই ! উনিও দ্বিতীয় পক্ষের

বর, তুমিও বোবরা হ'লে—কিছু জান না? আ ম'রে যাই আর কি! ওগো বর! বাসরে গান কর্তে হয়; একখানি গান কর, আমরা শুনি।

নারায়ণ। এই কথা? তাতে আর কি! তবে কি না—নূতন স্থান, নূতন লোক, প্রথম প্রথম একটু বাধে; আগে তোমারই শুনি না!

পুষ্প। তা হ'লে হবে তো? তাই হোক্—তবু খানিকটা পুরানো হও।

গীত

আমি চাহিব না আর কারও আশা-পথ চেয়ে চেয়ে গেল দৃষ্টি।
আমি সহিব না আর চাতকিনী হ'য়ে এত শত ঝড়-বৃষ্টি॥
আমি মেঘপানে চাই, সে হানে বজ্র, একি কম কথা বঁধু হে,
যে বাঁধে পরাণে বিষের ছুরিকা, তারই তরে রাখি মধু হে।
আমি আর তারে কভু চা'বো না,
সে থাকে শীর্ষে, পদধুলি হ'য়ে আমি তো তাহারে পাবো না;
আর পিপাসা বাড়াতে মরুতে যাবো না, সে তো ছলনার সৃষ্টি।
আমি বুঝেছি প্রেমের মর্ম্ম,
দিতে থাকি শুধু চাহিতে পাবো না, চাহিলেই গেল ধর্ম্ম—
তবে রত্ন বিলায়ে দুঃখিনীর মত কেন নিই ভিক্ষা-মুষ্টি॥

নারায়ণ। [পুষ্পের হাত ধরিয়া আবৃত্তি।
সখি! কিসের এত অভিমান?
প্রতি চাহনিতে প্রতি নিশ্বাসে কেন ছাড় খর বাণ?
আমি এত লঘু, তবু ডুবে যাই ঐ সরম সরল সঙ্গীতে,
আমি এত ভারী, তবু ভেসে যাই ঐ বিলোল তরল ইঙ্গিতে,
সখি! পিয়ে ঐ প্রেমধারা, আমি হয়েছি পাগলপারা.
কি দিয়ে পুষ্প বাঁধিলে হৃদি এ, কোথা পেলে তার উপাদান?

পুষ্প। ও কি গো ক'নে! তোমার মুখ শুকিয়ে গেল কেন ভাই? আমাদের পানে একদৃষ্টে চেয়ে ছল-ছল চোখে দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌ছো কেন ভাই? ও—বুঝেছি! তোমার বর আজ আমার হয়েছে ব'লে? না ভাই! সে জন্য ভেবো না; গায়ে পড়া হ'লেও আমি নেবো না। আমি নিতান্ত অভাগী হ'লেও পরের জিনিষ ছুঁই না। এই নাও—তোমার রত্ন তুমি ধর, তোমার সখা—তুমি দেখ। [লক্ষ্মী নারায়ণকে একাসনে বসাইল।] আমি ভোগ ক'রে সুখী নই, আমি সুখী—ভোগ করা দেখে; আমি পুষ্প—আমার সৃষ্টি কারও বুকে ওঠ্‌বার জন্য নয়, আমার সৃষ্টি শুধু পায়ের তলায় প'ড়ে থাক্‌বার জন্য।

[নেপথ্যে বিরোচন]

বিরোচন। এইবার বোধ হয় পাতা হয়েছে! কি বল্‌ নাত্‌নী?

পুষ্প। দেখুন দাদামশায়! অত ব্যস্ত হ'লে কিন্তু এইবার ঝগড়া হবে।

বিরোচনের প্রবেশ।

বিরোচন। বা রে! এইবার ঝগড়া কর্‌বার তাল পেয়েছিস্‌ বুঝি? তা তুই যা কর্‌বি, কর্‌ নাত্‌নী! আমি কিন্তু সে পথে যাবো না। আমার ক্ষিদেয় পেট জ্ব'লে যাচ্ছে, তেষ্টায় ছাতি ফাট্‌ছে; ঝগড়া বাধলেও আমি তোর গায়ে গা দিয়ে ভাব রাখ্‌বো।

পুষ্প। আসুন দাদামশায়! আর ঝগড়া-বিবাদে কাজ নেই, সব হয়েছে।

বিরোচন। হয়েছে—হয়েছে? কৈ—কৈ?

পুষ্প। এই যে দাদামশায়! সব প্রস্তুত। [লক্ষ্মী নারায়ণকে দেখাইল।]

বিরোচন। তাই তো বটে! আহা-হা! নির্ব্বাক বিস্ময়ে উভয়ের রূপ দেখিতে লাগিলেন।]

পুষ্প। আর দাঁড়িয়ে ভাবছেন কি? পাঁচ কুটুম্ব মিলে ভোজন করুন। নয়নকে দিন ঐ যুগল রূপে, শ্রবণকে দিন ঐ শ্রীচরণের নুপুর-ধ্বনির দিকে, নাসিকাকে দিন ঐ মন্দার গন্ধ আঘ্রাণে, জিহ্বাকে দিন ঐ নামামৃতের রসাস্বাদনে, ত্বককে দিন ঐ পরম রজঃ সর্ব্বাঙ্গে লেপনে।

বিরোচন। যাও ইন্দ্রিয়গণ! যাও আত্মীয়গণ! এমন ভোগ আর পাবে না। ব'সে পড় আপন আপন নির্দ্দিষ্ট আসনে। মিটিয়ে নাও—মিটিয়ে নাও বিরোচন তোমার সারা জীবনের ক্ষুধা; তোমার জন্য প'ড়ে রয়েছে ঐ কল্পতরুমূলে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল। [লক্ষ্মী নারায়ণের পদতলে প্রণাম করিলেন।]

সখিগণ।—

গীত।

একলা খেয়ো না গো দাদা; একলা খেয়ো না।
প্রসাদ পাবার আশায় আছে নাত্‌নী ক'জনা॥
তোমার হাঁ দেখে প্রাণ কাঁপছে দাদা—এ তো গিলে খাবার নয়.
শুক্‌নো গলায় আট্‌কে গেলে হেঁচকী ওঠার ভয়:
চুষে খাও ব'সে ব'সে ভিজ্‌বে গলা মিষ্টি রসে;
ফোক্‌লা দাঁতে থাক্‌লে যেন ভুতি চুষে ম'রো না॥

পুষ্প। কেমন হ'লো দাদামশায়?

বিরোচন। আকণ্ঠ—আশাতীত আনন্দ-ভোজন।

পুষ্প। তবে এইবার ভোজন-দক্ষিণা নিন্ নাত্‌নীর একটি সরস প্রণাম। [প্রণাম করিল]

বিরোচন। তোকে আশীর্ব্বাদ করি নাত্‌নী! তুই চিরদিন আই-বুড়ো থাক্। তোর এ প্রেম সহ্য কর্‌বে কে?

পুষ্প। বেশ; তবে দাদামশায়! খাওয়া হ'লো, দক্ষিণাও পেলেন, এইবার পথ দেখুন।

বিরোচন। এই একেবারে বর ক'নে নিয়ে যাবো।

পুষ্প। বর ক'নে নিয়ে যাবেন কি রকম?

বিরোচন। কি রকম নয়?

পুষ্প। ও—আপনি বুঝি সেই মতলবে বিয়ে দিবেন? তা হবে না দাদামশায়!

বিরোচন। কেন হবে না নাত্‌নী? বিয়ের পর বর ক'নে নিয়ে যাওয়ার রীতি নাই?

পুষ্প। সে যেখানকার রীতি—সেখানকার রীতি! আমাদের রাজ-পরিবারের রীতি কি? আমাদের ঘরের ক'নে কখনও শ্বশুরবাড়ী যায় না, বিয়ের পর রাজ-সংসার হ'তে তার পৃথক্ বন্দোবস্ত হয়; আর যে লোক বিয়ে করে, তাকে এইখানকারই বৃত্তিভোগী হ'য়ে থাক্‌তে হয়।

বিরোচন। ও—ঠকালে তো!

পুষ্প। কি ভাব্‌ছেন দাদামশায়? আমি অন্যায় বল্‌ছি?

বিরোচন। দেখ্‌ পুষ্প! তা হ'লে কিন্তু ভাই এ বিয়ে মঞ্জুর নয়; এ আমি সহ্য কর্‌তে পার্‌বো না। বেশ, তুই ক'নে না পাঠাস্, আমার বর আমার ফিরিয়ে দে।

পুষ্প। বেশ,—তা নিতে হয় নিন্। আপনি যে বর এনেছিলেন, তার বেশী তো আর দাবী কর্‌তে পার্‌ছেন না! এই নিন আপনার সই বর। [নারায়ণ-মূর্ত্তি দিল] চ' গো চ', কনিষ্ঠতাতকে আমাদের বর ক'নে দেখিয়ে আসি গে চ'।

[বিরোচন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বিরোচন। [বিগ্রহের মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া ভাবিতে ভাবিতে]

তাই তো, একি হ'লো? এ মূর্ত্তি নিয়ে আর তৃপ্তি পাই না কেন? এর সে জ্যোতিঃ কৈ?

বিশ্বাসের আবির্ভাব।

বিশ্বাস। কি ভাব্ছো বিরোচন? পুতুলের মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে কি দেখ্ছো ভাই? ওতে আর কিছুই নাই। পুতুলপূজা তার, যে নিজের ভক্তি দিয়ে তাকে জাগিয়ে নিতে পারে; নইলে যে পুতুল-খেলা সেই পুতুলখেলা। তোমার পুতুলখেলার প্রয়োজন আজ শেষ হয়েছে; নিত্যরূপের আভাস যে আজ তুমি চোখে দেখেছ ভাই!

বিরোচন। [আবেগভরে] গুরু! গুরু! আমি হারিয়ে ফেলেছি—হারিয়ে ফেলেছি!

বিশ্বাস। কি হারিয়েছ ভাই?

বিরোচন। কি হারিয়েছি, তা বল্তে পারুছি না গুরু! বুঝি সেই নিত্যরূপ পুতুলের যা প্রাণ-শক্তি, তাই। না—না গুরু! সে যে কি, তা আমি জানি না; সে অব্যক্ত—ভাষায় তার বর্ণনা নাই।

বিশ্বাস। তা হারাও নাই বিরোচন! তুমি তোমার যজ্ঞের ঘোড়া হারিয়েছ।

বিরোচন। যজ্ঞের ঘোড়া হারিয়েছি?

বিশ্বাস। হাঁ, তোমার সেই মন-ঘোটক এখনও এই বিগ্রহের আসক্তি-রাজ্যে ধরা রয়েছে।

বিরোচন। একেও আসক্তি বল গুরু?

বিশ্বাস। আসক্তি না হ'লে বিরক্তি আসে কোথা হ'তে ভাই? কাম না হ'লে কান্না এলো কেন? বিরোচন! যদিও এটা উচ্চ অঙ্গের আসক্তি, তা হ'লেও আসক্তি—বন্ধন; লোহার শৃঙ্খলে না হ'লেও

সোনার শৃঙ্খলে। মানি, এতে সুখ আছে;. কিন্তু এ হ'তেও অপার শান্তি সম্মুখে প'ড়ে রয়েছে।

বিরোচন। এ হ'তেও অপার শান্তি?

বিশ্বাস। হাঁ বিরোচন! ভক্তির ক্ষমতা এই পর্য্যন্ত। এইবার জ্ঞানে ওঠ ভাই! বুঝ্‌তে পারবে. সে কি কল্পনাতীত আনন্দ!

বিরোচন। তার অনুষ্ঠান?

বিশ্বাস। কিছু না, শুদ্ধ ধারণা কর—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।

বিরোচন। তাতে কি হবে গুরু?

বিশ্বাস। যা হারিয়েছ, তাই দেখ্‌তে পাবে। আর সে দেখায় এমন অন্তর্দ্ধান নাই, দেখ্‌বে চিরস্থির; সে দেখায় আর বিরহ নাই, দেখ্‌বে মহামিলন; সে দেখা এমন বিগ্রহের গণ্ডীর মধ্যে নয়, দেখ্‌বে সর্ব্বভূতে। শিশুর হাসিতে দেখ্‌বে সেই রূপ, কুলটার কটাক্ষে দেখ্‌বে সেই রূপ; ধর্ম্মের পূজামন্দিরে দেখবে সেই রূপ, পাপের বীভৎস কুটীরে দেখ্‌বে সেই রূপ; পর্ব্বতের উচ্চতায় দেখবে সেই রূপ, পরমাণুর তুচ্ছতায় দেখ্‌বে সেই রূপ; তোমার সেই রূপ, আমার সেই রূপ, সমস্ত বিশ্ব জুড়ে সেই এক বিশ্বরূপ।

বিরোচন। তাই তো—তাই তো, এ আমি কি দেখ্‌ছি? কি আনন্দ—কি আনন্দ!

জ্ঞানের আবির্ভাব।

জ্ঞান। বিরোচন!

বিরোচন। কে—কে আপনি?

বিশ্বাস। চিন্‌তে পারছো না বিরোচন? জ্ঞান তোমার সম্মুখে।

বিরোচন। গুরু! গুরু!

[বিশ্বাস গাহিতে গাহিতে জ্ঞানের হাত বিরোচনের হাতে তুলিয়া দিল।]

বিশ্বাস।—

গীত।

তবে নাচ রে দুটী বাহু তুলে।
উঠিবি আনন্দধামে অহমিকার বাঁধন খুলে।
ছুটো না রে দিগ্বিদিকে,
ভাব শুধু তুমি কে,
প'ড়ো না রে আর বিপাকে ভবের ভীষণ ঠিকে ভুলে।
আত্মজ্ঞানে চুপে চুপে
জাগাও চিদানন্দরূপে.
ডোব ওঠ সেই মধু-কূপে নেশার ঝোঁকে ঢুলে ঢুলে॥

[নৃত্যভঙ্গে সকলের প্রস্থান।

তর্ক ও মীমাংসার আবির্ভাব।

তর্ক। [বিরোচন মনে করিয়া সহসা মীমাংসাকে ধরিয়া] আর যাবে কোথা বিরোচন? এই ধরেছি।

মীমাংসা। আরে কাকে ধরেছ? এ যে আমি!

তর্ক। এঁা! তুমি? [ছাড়িয়া দিয়া] তবে সে কৈ?

মীমাংসা। সে অনেকক্ষণ চক্ষুদান দিয়েছে।

তর্ক। চ'লে গেছে? যাঃ! আর একটু আগে আস্‌তে পার্‌লে হ'তো।

মীমাংসা। আগেই এস আর পরেই এস, আর তার নাগাল পাচ্ছ না; সে আমাদের হাতছাড়া।

তর্ক। হাতছাড়া? তাই তো!

গীত

মীমাংসা।— ঘরে চল বঁধু, ঘরে চল।
মুখখানি আহা শুকিয়ে গেছে, চোখ দুটি যে ছল-ছল।
তর্ক।— ছিঃ ছিঃ ছিঃ, হাসছো-কালামুখী,
হাতের মোয়া চিল্‌কে দিলে কর্‌তে গিয়ে লোকালুকি,
তাতে লাভটা হ'লো কি ?
মীমাংসা—আমি পরের তরে প্রাণটা রাখি, পরের বোঝা বইতে ভাল।
তর্ক।— ঝক্‌মারি তোমার সঙ্গে মেশা,
মীমাংসা।— কেটেছে তো যুদ্ধ-নেশা,
তর্ক।—মর্‌বো যবে কাট্‌বে তবে, এ যে মোর বাবাকেলে পেশা।
মীমাংসা।—এ হাটে আর চল্‌বে কি, তোমার মত আস্ত মেকী,
তর্ক। থাক্‌তে কুমীর ঘরের ঢেকি আমি কি কর্‌বো বল ?

[নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

যজ্ঞাগার।

সম্মুখে প্রজ্বলিত যজ্ঞানল, চতুর্দ্দিকে ঋত্বিক ও ব্রাহ্মণগণ, একপার্শ্বে বেদীর উপরে শুক্রাচার্য্য, অন্যপার্শ্বে সিংহাসনে বলি ও বিন্ধ্যা, সিংহাসন সন্নিকটে বাণ ও অন্যান্য দৈত্যগণ যথাযথ স্থানে উপবিষ্টা ছিলেন।

ঋত্বিকগণ। ওঁ স্বাহা! [আহুতি দান করিতেছিলেন।]

শুক্রাচার্য্য। এইবার পূর্ণাহুতি দিতে হবে। নারায়ণের ধ্যান কর ঋত্বিকগণ!

ঋত্বিকগণ। [সমস্বরে] ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণ সরসিজাসন—

[নেপথ্য হইতে উপেন্দ্রের গান ভাসিয়া আসিল।]

উপেন্দ্র।—

গীত।

ভিক্ষাং দেহি, ভিক্ষাং দেহি,
ভিক্ষাং দেহি মে ভবান্‌

বলি। এ কি ! কোথা হ'তে আসে এই স্বর ?
'ভিক্ষা' 'ভিক্ষা' 'ভিক্ষা' রবে পূরিত গগণ ;
এখনো কি ধরণীর
মেটেনিকো ভিক্ষালাভ-আশা ?

শুক্রাচার্য্য। কিছু নয়—কিছু নয় বলি !
উদ্‌ভ্রান্ত মনের কল্পনা কেবল।
কেবা আছে এই বিশ্বমাঝে,
তব দানে তৃপ্ত যেবা নয় ?
সাঙ্গ তব দান-ব্রত,
দাও পূর্ণাহুতি এবে !
বল ঋত্বিকগণ ! ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা—

ঋত্বিকগণ ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা—

[পুনঃ নেপথ্যের সঙ্গীত শোনা গেল।]

উপেন্দ্র।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

ভিক্ষাং দেহি, ভিক্ষাং দেহি,
ভিক্ষাং দেহি মে ভবান্‌।

বলি। গুরু! গুরু! ক্ষম এ দাসেরে;
দেখে আসি আমি,
কোথা হ'তে আসে এই স্বর! [প্রস্থানোদ্যত]

গীতকণ্ঠে উপেন্দ্রের প্রবেশ।

উপেন্দ্র।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

কর সদ্‌গতি ধনের ধনবান্,
ভিক্ষাং দেহি, ভিক্ষাং দেহি,
ভিক্ষাং দেহি মে ভবান্।

বলি। কে? কে আপনি?

উপেন্দ্র।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

তব কৃপা আশে ভিক্ষাপাত্র বহি,
ভিক্ষাং দেহি মে ভিক্ষাং দেহি·

শুক্রাচার্য্য। বলি!

বলি। [ইঙ্গিতে শুক্রাচার্য্যকে নির্ব্বাক্ হইতে মিনতি করিলেন।]

উপেন্দ্র।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

তুমি দানবীর, আমি ব্রহ্মচারী,
তুমি ভাগ্যবান, আমি যে ভিখারী,
করুণা-কটাক্ষে, চাহ গো লক্ষ্যে,
পূরাও কামনা কীর্ত্তিমান॥

শুক্রাচার্য্য। কে—কে তুমি অভূতপূর্ব্ব শিশু?

উপেন্দ্র। আমি প্রার্থী, কিন্তু এ আপনারা কি কর্‌ছেন? পূর্ণাহুতির উদ্যোগ কর্‌ছেন যে! আচার্য্য হ'য়ে এমন অন্যায় ব্যবস্থা দিচ্ছেন কেন? *

শুক্রাচার্য্য। অন্যায ব্যবস্থা শুক্রাচার্য্যের? বালক! এ বয়সে কতদূর শাস্ত্র আলোচনা করেছ?

উপেন্দ্র। শাস্ত্র যতদূর উঠ্‌তে পারে না, শাস্ত্রকারগণের সূক্ষ্ম দৃষ্টি যতদূর যায় না, ততদূর।

শুক্রাচার্য্য। বেশ; তবে বল, যজ্ঞশেষে পূর্ণাহুতি দান—এ কোন্ শাস্ত্রবিরুদ্ধ?

উপেন্দ্র। তৎপূর্ব্বে আপনি বলুন, যজ্ঞ-কর্ম্ম বৈদিক কর্ম্ম কি না?

শুক্রাচার্য্য। নিশ্চয়!

উপেন্দ্র। বৈদিক কর্ম্ম কাম্য কর্ম্ম?

শুক্রাচার্য্য। তারপর?

উপেন্দ্র। আপনি যে এই কাম্য-যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিচ্ছেন, আপনার শিষ্য যজ্ঞকর্ত্তাকে একবার জিজ্ঞাসা করেছেন কি, তাঁর কামনা পূর্ণ হয়েছে কি না?

শুক্রাচার্য্য। অবশ্য; জিজ্ঞাসা না কর্‌লেও আমি যার গুরু, তার কোন কামনাই পূর্ণ হ'তে বাকি থাকে না।

উপেন্দ্র। ও যাই বলুন, কামনা বল্‌তে একটু না একটু থেকে যায়ই যায়। কামনা শব্দের পর পূর্ণ শব্দ ব্যবহার চলে না; সে চির-অপূর্ণা—অসমাপিকা—অমরা। জিজ্ঞাসা করি, আপনি তো শিষ্যের কামনা পূর্ণ কর্‌তে বসেছেন, কিন্তু ক্রিয়াবান জ্ঞানবৃদ্ধ আচার্য্যশ্রেষ্ঠ আপনি, আপনার কামনা পূর্ণ হয়েছে?

শুক্রাচার্য্য। [স্বগত] কে এ, শুক্রাচার্য্যকে নীরব করে—তাকে

শাস্ত্র, যুক্তি, তর্ক সব ভুলিয়ে দেয়—তার অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দৃষ্টি রাখে ?

উপেন্দ্র। কি ভাবছেন—আমি কে ?

শুক্রাচার্য। এ কি অন্তর্য্যামী ?

উপেন্দ্র। অহং যজ্ঞস্বরূপম্।

শুক্রাচার্য্য। তাই তো! [চিন্তা করিতে লাগিলেন।]

বলি। হে যজ্ঞস্বরূপ বামনরূপী মহাপুরুষ! আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

উপেন্দ্র। মঙ্গল হোক্ আপনার। গৃহাশ্রম যেমন সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ, অশ্বমেধ যেমন সকল ক্রতুর শ্রেষ্ঠ, আপনিও তদ্রূপ দানবসৃষ্টির সার; আপনার যজ্ঞদর্শনে আমি ধন্য।

বলি। আমিও আপনার পদার্পণে জীবনে যেন কি এক চরম সাফল্য অনুভব করছি। এমন রূপ আমি জীবনে দেখিনি, এ মূর্ত্তি জগতের কল্পনাতীত। কে আপনি মহাপুরুষ? কোন্ পুণ্যফলে আমায় দর্শন দিলেন ভগবান ?

উপেন্দ্র। মহারাজ! আমি ব্রাহ্মণ, ভিক্ষুক মাত্র। শুন্‌লাম, আপনি দানে সৃষ্টির সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছেন, তাই আপনাকে দেখ্‌বার বড় ইচ্ছা হ'লো। দেখ্‌তে হয় তো এইরূপ রাজেন্দ্রকে, আশ্রয় নিতে হয় তো এইরূপ অনাথপালকের কাছে, ভিক্ষা গ্রহণ কর্‌তে হয় তো এইরূপ দানীর নিকট।

বলি। ভিক্ষা! আপনি আমার অকিঞ্চিৎকর ভিক্ষা গ্রহণ কর্‌বেন ?

উপেন্দ্র। সেই মানসেই তো এসেছি।

বলি। আঃ—ধন্য আমি। বলুন আপনার অভিলষিত প্রার্থনা ?

উপেন্দ্র। সাধু আপনি! আমার অন্য প্রার্থনা কিছুই নাই, রাজ-সকাশে একটু ভূমি প্রার্থনা করি মাত্র; ভূমিদানই দানের শ্রেষ্ঠ!

বলি। আপনি সসাগরা পৃথিবী গ্রহণ করুন।

উপেন্দ্র। পৃথিবী গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তো আমি আসি নি মহারাজ!

বলি। তবে স্থান নির্দ্দেশ করুন।

উপেন্দ্র। "পদানি ত্রীণি দৈত্যেন্দ্র সম্মিতানি পদামহম্।" আমার পদের পরিমিত ত্রিপাদ ভূমি আমায় দান করুন; এইমাত্র আমার ভিক্ষা।

বলি। ত্রিপাদ ভূমি? আপনার পদের? সে কি? [চিন্তা]

শুক্রাচার্য্য। চিন্তা কর বলি, খুব স্থিরচিত্তে; এই বিরাট ছলনায় তোমার সর্ব্বস্ব যাবে।

বলি। তা ব'লে আপনার শিষ্য মিথ্যাবাদী হবে গুরু?

শুক্রাচার্য্য। সময়ে হ'তে হয় বলি! মিথ্যারও একটা শৃঙ্খলা আছে, ক্ষেত্র-বিশেষে তারও প্রয়োগের কাল নির্দ্দেশ আছে। এ তোমার জীবন-সঙ্কট কাল, এখানে সে ব্যবস্থা আছে। মিথ্যা দূষণীয় বটে, কিন্তু একেবারে পরিত্যক্ত নয়। দেহ মিথ্যা, তার এত যত্ন কেন? জগৎ মিথ্যা, তার এত আদর কেন?

বলি। মার্জ্জনা করবেন গুরুদেব! দেহ মিথ্যা হোক, জগৎ মিথ্যা হোক, ব্রহ্ম পর্য্যন্ত মিথ্যা হোক, বলির প্রতিশ্রুতি মিথ্যা হবার নয়। [উপেন্দ্রের প্রতি] আপনি এ কিরূপ আজ্ঞা করছেন প্রভু? এরূপ আকারোচিত ক্ষুদ্র প্রার্থনা কেন? এ সামান্য দানে যে আমার তৃপ্তি হবে না! আপনি অন্য প্রার্থনা করুন।

উপেন্দ্র। না মহারাজ! আমি আমার গুরু অগ্নিহোত্রের নিমিত্ত মাত্র ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করি।

বলি। তবে তাই হোক্।

শুক্রাচার্য্য। বলি! তোমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে। এখনও তুমি এই বটুবেশধারী বালককে চিন্‌তে পারলে না? তবে শোন বলি! ইনি কে, জান? দেবানাম্ কার্য্যসাধকঃ। যিনি তোমার প্রপিতামহগণকে সংহার ক'রে উদ্ধার করেছিলেন, সেই দৈত্যনিসূদন নারায়ণ তোমার সম্মুখে।

বলি। গুরু! আপনি যথার্থই গুরু। অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং—আপনি আমায় তাঁকে চেনালেন, তাঁর পাদপদ্ম দর্শন করালেন; তবে আর বাধা দিচ্ছেন কেন গুরু? এমন দানের পাত্র আর পাবো কোথায়? যাঁর জন্য যজ্ঞ, যাঁর জন্য ব্রত, তিনিই যখন সম্মুখে, তখন আর আমার যথা সর্ব্বস্বে কি আছে গুরু?

শুক্রাচার্য্য। গুরুবাক্য বার-বার অবহেলা ক'রো না বলি!

বলি। শিষ্যের অপরাধ নেবেন না গুরু! বহুদিন হ'তে আমি এ ভিক্ষাদানে প্রতিশ্রুত আছি; আজ আমার সুপ্রভাত।

শুক্রাচার্য্য। আমি তোমায় অভিশাপ দেবো গুরুদ্রোহী!

বলি। অভিশাপের ভয় করি না গুরুদেব! মহতের অভিশাপ আশীর্ব্বাদ হ'তেও ফলদায়ক।

শুক্রাচার্য্য। শ্রীভ্রষ্ট হও দুরাত্মন্! শ্রীভ্রষ্ট হও দুরাত্মন্! শ্রীভ্রষ্ট হও দুরাত্মন্!

[ক্রোধভরে প্রস্থান।

বলি। শিষ্যের সভক্তি প্রণাম গ্রহণ ক'রে যান গুরুদেব! [শুক্রাচার্য্যকে প্রণাম করিয়া উপেন্দ্রের প্রতি] গ্রহণ করুন।

উপেন্দ্র। ভৃঙ্গারের জল নিয়ে মন্ত্রপূতঃ ক'রে আমার হাতে দান করুন, আমি স্বস্তি বাক্য ব'লে গ্রহণ করি।

বলি। যথা আজ্ঞা। [সুবর্ণ কলসের জলে উপেন্দ্রের পদ প্রক্ষালন

করাইয়া ভৃঙ্গার হইতে জল লইতে চেষ্টা] একি ! ভৃঙ্গার হ'তে জল আসে না কেন ?

উপেন্দ্র। কি হয়েছে ? [স্বগত] ও ! শুক্রাচার্য্য উপদেশ, ভয়-প্রদর্শন, অভিশাপ, সকল প্রকারে অকৃতকার্য্য হ'য়ে শেষ মায়াজালে সূক্ষ্মদেহে ভৃঙ্গারের জলনির্গম পথ রোধ ক'রে ব'সে আছে। কি প্রতিকূলতা ! [প্রকাশ্যে] মহারাজ ! ভাবছেন কি ? কোনো পুষ্প বোধ হয় জলনির্গম পথ রোধ ক'রে আছে, এই কুশের দ্বারা তাকে স্থানভ্রষ্ট করুন। [কুশ লইয়া] বজ্র ! কুশের মধ্যে অধিষ্ঠিত হও।

বলি। [কুশ লইয়া ভৃঙ্গারের জলনির্গম পথে আঘাত করিতে লাগিলেন।]

শুক্রাচার্য্য। [নেপথ্যে] আহো হো, চক্ষু গেল—চক্ষু গেল—চক্ষু গেল !

উপেন্দ্র। [স্বগত] ভোগ কর এক চক্ষু : দাতার দানে প্রতিবন্ধকতার বিষময় পরিণাম। [প্রকাশ্যে] দিন্ মহারাজ !

বলি। গ্রহণ করুন দেব ! আমি এই জলগণ্ডুষের সহিত আপনাকে ত্রিপাদ ভূমি দান করছি। [জলদান]

উপেন্দ্র। স্বস্তি ! স্বস্তি ! স্বস্তি ! [জল গ্রহণপূর্ব্বক বিরাট মূর্ত্তিতে প্রকাশ।]

বলি। এ কি আশ্চর্য্য ! এ কি বিরাট মূর্ত্তি ! পদতলে রসাতল, জঙ্ঘাযুগলে পর্ব্বত, উরুদ্বয়ে মরুদ্গণ, গুহ্যে প্রজাপতি, জঘনস্থলে অসুর-সৃষ্টি, নাভিস্থলে আকাশ, কুক্ষিদেশে সপ্ত সমুদ্র, বক্ষঃস্থলে নক্ষত্র, বাহু চতুষ্টয়ে ইন্দ্রাদি দেবতা, মস্তকে স্বর্গ, কেশে মেঘ, বদনে অগ্নি, ছায়ায় মৃত্যু, হাস্যে মায়া, বুদ্ধিতে ব্রহ্মা, গাত্রে স্থাবর জঙ্গম ; এ কি অদ্ভুত মূর্ত্তি ? এ যে বিশ্বরূপ !

উপেন্দ্র। বলি! দেখ্‌ছো কি? আমায় ত্রিপাদ ভূমি দাও! এই আমি এক পদে স্বর্গ, আর এক পদে পৃথিবী অবরোধ করলাম, আমার তৃতীয় পদের স্থান দাও।

বলি। তাই তো! এক পদে স্বর্গ, অন্য পদে পৃথিবী, বাকী মাত্র পাতাল; তা হ'লে নিজের স্থান কোথায়? কি করি? এ কি ছলনা!

উপেন্দ্র। দাও বলি! তৃতীয় পদের স্থান।

বলি। কোথা পাই স্থান তৃতীয় পদের?
কি করি এখন?
ভঙ্গ হ'লো জীবনের ব্রত,
টুটিল রে দানগর্ব্ব মোর!

উপেন্দ্র। তবে ভোগ কর বন্ধন-দশা; দানে প্রতিশ্রুত হ'য়ে প্রত্যাখান করার এই প্রতিফল!

[গরুড় আসিয়া বলিকে নাগপাশে আবদ্ধ করিল।]

জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তিবেষ্টিত বিরোচন, সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসের আবির্ভাব।

বিশ্বাস। দেখ বিরোচন! বলির দানের পরিণাম।

বিরোচন। এ কি গুরু! দানের পরিণাম বন্ধন?

বিশ্বাস। হাঁ, ও দানের পরিণাম ঐ; ও দান আসক্তিময়, তাই ঐ দশা। দেখছো, ভগবান ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা ক'রে এক পদে স্বর্গ, অন্য পদে মর্ত্ত্য অবরোধ করেছেন। তৃতীয় পদের স্থান বলির নাই, তাই এই বন্ধন-দশা—দান-দর্প চূর্ণ। বিরোচন! এইবার তোমার পালা! দেখ্‌তে পাচ্ছ, তোমারও হৃদয়মধ্যে এক অদ্ভুত বিরাট মূর্ত্তি দাঁড়িয়ে?

বিরোচন। সে তো অনেকদিন হ'তে দেখে আস্‌ছি গুরু! তার জ্যোতিঃতে যে আমায় ছেয়ে রেখেছে।

বিশ্বাস। আজ তোমারও দান-ব্রতের পরীক্ষা। আজ এ মূর্ত্তি প্রসারিত হস্ত ; তোমার কাছে কি ভিক্ষা কর্‌ছে দেখ :

বিরোচন। কি ভিক্ষা ?

বিশ্বাস। ঐ ত্রিপাদ ভূমি।

বিরোচন। আমি দেবো গুরু! বলি দিতে পারে নাই, কিন্তু আমি দেবো। আমি আজ আমার দান-যজ্ঞ পূর্ণ কর্‌বো—আসক্তির সমাপ্তি করবো—বিরাটকে বিরাটের মতই দান দেবো।

বিশ্বাস। দাও তবে ত্রিপাদ ভূমি!

বিরোচন। দেখ গুরু আমার ত্রিপাদ ভূমিদান। এক পদে যাও—তুমি কর্ম্ম, এক পদে যাও তুমি ভক্তি, এক পদে যাও তুমি জ্ঞান!

[কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই বিরোচনের অন্য দিকে প্রস্থান।

বিশ্বাস। তুমি মুক্ত। যাও বিরোচন। আজ তুমি বহু ঊর্দ্ধে,—আমি তোমার বহু নিম্নে ; আর তো আমি তোমার সঙ্গে যেতে পার্‌বো না ভাই! আমারও কর্ম্ম এই পর্য্যন্ত।

[প্রস্থান।]

উপেন্দ্র। দানের সাধ মিট্‌লো বলি ? এখনও প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার কর, বল—ভিক্ষাদানে তুমি অসমর্থ ; আমি তোমায় দয়া কর্‌ছি।

বিন্ধ্যা। রসনা সংযত কর ভিখারী।

উপেন্দ্র। মহারাণী—

বিন্ধ্যা। তুমি কাকে দয়া কর্‌বে বল্‌ছো, জান ? যাঁর দ্বারে তুমি ভিখারী—দয়ার প্রার্থী।

উপেন্দ্র। এখনও তোমাদের গর্ব্ব ?

বিন্ধ্যা। গর্ব্ব খর্ব্ব করেছ কোন্‌খানটায় ?

উপেন্দ্র। দাও স্থান তৃতীয় পদের।

বিন্ধ্যা। তোমার তৃতীয় পদ কৈ যে স্থান চাও ?

উপেন্দ্র। এই দেখ আমার তৃতীয় পদ। [নাভিদেশ হইতে তৃতীয় পদ প্রদর্শন] স্থান দাও বিদুষী মহারাণী !

বিন্ধ্যা। অবশ্য দেবো।

বলি। বিন্ধ্যা—

বিন্ধ্যা। নির্ভয় স্বামী ! চিন্তা কিসের ? অতি সুন্দর স্থান তোমার অধিকারে রয়েছে। সৃষ্টির মধ্যে স্বর্গ যেমন শ্রেষ্ঠ, এ দেহসৃষ্টির মধ্যে মস্তকও তেমনি উচ্চ। দাও স্বামী ঐ স্থান, ভিক্ষুকের ছলনা-জাল ছিন্ন হ'য়ে পড়ুক্‌, আমাদের গুপ্ত অহমিকার শেষ হ'য়ে যাক্‌, সকল বন্ধন চিরদিনের মত খ'সে পড়ুক্‌। দাও স্বামী, ওঁর যেমন নূতন চরণ, আমাদেরও তেমনি নূতন স্থান।

বলি। বিন্ধ্যা ! তুমি প্রাণদায়িকা, তুমি বিপদে মন্ত্রিণী, তুমিই যথার্থ সহধর্ম্মিণী। গ্রহণ কর নারায়ণ তৃতীয় পদের স্থান, উদ্‌যাপন ক'রে দাও ব্রতরূপী বলির দান, ছেদন কর কলুষহারী কর্ম্মের বন্ধন। [পদতলে মস্তক দান]

লক্ষ্মীর প্রবেশ।

লক্ষ্মী। এইবার তা হ'লে আবার বলির বন্ধন মোচন কর মুক্তিময় !

উপেন্দ্র। তোমাদের দানে আমি চমৎকৃত মহারাণী ! তবে—

লক্ষ্মী। এখনও তবে ? এখনও তোমার ছলনার অন্ত হয় নাই ? এখনও কি বলি বিন্ধ্যা দান-ব্রতে কৃতকার্য্য নয় ?

উপেন্দ্র। কৃতকার্য্য ; তবে দান কর্‌লেই যে তার দক্ষিণা চাই

লক্ষ্মী, নতুবা সে দান অসিদ্ধ। দাও মহারাণী. দানের যোগ্য দক্ষিণা! বুঝ্‌তে পার্‌ছো তো—তোমরা আমায় যথাসর্ব্বস্ব দান করেছ, রাজ-ভাণ্ডার, ধন, অর্থ, সব আমার অধিকারে; এখন কি দক্ষিণা দেবে, দাও!

গীতকণ্ঠে পুষ্পের প্রবেশ।

পুষ্প।—

গীত।

তুমি দক্ষিণা নাও আমারে।
আর তো দেবার কিছু নাই, শুধু আমি আছি আমার ভাণ্ডারে॥
হ'লো যদি আজ দানের শেষ, দাসী কর মোরে চরণের,
পুষ্প ব্যতীত কি আছে যোগ্য দক্ষিণা আর এ দানের.
লহ এ অর্ঘ্য ভকতিসিক্ত, আর কেন ভাসি পাথারে॥

উপেন্দ্র। মুক্তিমতী ভক্তি তুমি রাজকুমারী! তোমার স্থান এখানে নয়, তুমি গোপিনীভাবে গোলোকে বিহার কর। বলি! তুমি মুক্ত। যাও রাজা! স্বর্গ, মর্ত্ত্য আমায় দান করেছ, আর এখানে তোমার বাস করা অসঙ্গত। এ রাজ্যে আমি তোমার পুত্র বাণকে অভিষিক্ত কর্‌লাম; তুমি সহধর্ম্মিণীর সঙ্গে রসাতলে রাজ্য স্থাপন কর।

বলি। আবার রাজ্য? আবার আসক্তি? আবার বন্ধন?

উপেন্দ্র। ক্ষতি কি? বন্ধন তোমার নয় বলি, এ সংঘর্ষে আমাকেই তোমার মস্তকে পদ দিয়ে এইভাবে আপ্রলয় আবদ্ধ থাক্‌তে হবে; বন্ধন আমারই। আর তোমার মধ্যে আসক্তি প্রবেশ কর্‌তে পার্‌বে না; আমরা লক্ষ্মী-নারায়ণ চিরদিন তোমার সে দ্বারে দ্বারী হ'য়ে থাক্‌বো।

গীতকণ্ঠে নারদের প্রবেশ ।

নারদ ।—

গীত

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুত বামন ।
পদ নখ নীর-জনিত জন পাবন ॥
মন্থর মন্দ-মরাল গতিম্ ।
বটুবেশধরং নমঃ বিশ্বপতিম্ ॥

যবনিকা ।

প্রিণ্টার—শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ কুমার, উমাশঙ্কর প্রেস, ১২, গৌরমোহন মুখার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা